



# ভেবেমার্স

নাটীকা

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

ষ্ট্যান্ডার্ড পাবলিশার্স

৩৫৮, পদ্মপুর রোড

—প্রকাশ করেছেন—  
ষ্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্সের পক্ষে  
সত্য বসু ভট্টাচার্য্য  
৩৫৮ পদ্মপুকুর রোড থেকে

—ছেপেছেন—  
আনন্দমোহন প্রেসের পক্ষে  
অনন্ত কুমার নাগ  
২৭১২ স্কুল রো থেকে

—প্রচ্ছদ এঁকেছেন—  
শচীন দত্ত

—পরিকল্পনা করেছেন—  
সিদ্ধিনাথ সান্যাল

প্রথম সংস্করণ  
বৈশাখ—১৩৫৩

দেড় টাকা মাত্র

## চরিত্র

মধু...চাষী যুবক

মাখন...কামার যুবক

ছোটলাল...শিক্ষিত যুবক

কাদের...চাষী

আমিরুদ্দীন...চাষী

অজিঞ্জ...আমিরুদ্দীনের ছেলে

রামঠাকুর...পুরোহিত ব্রাহ্মণ

নকুড়...গ্রাম্য আড়তদার

ভূষণ...চাষী

শম্ভু...চাষী

পদ্মা...শম্ভুর মেয়ে

স্বর্ণ...ছোটলালের স্ত্রী

সুভদ্রা...ছোটলালের বোন



# নবকুমার

## প্রথম দৃশ্য

সকাল। সবে সূর্য উঠেছে। বাড়ীর সামনে আঙ্গনে উবু হয়ে বসে মধু চকচকে ধারালো দা দিয়ে একটা বাঁশ চৈছে সাক করছিল। কতগুলি ছোট বড় বাঁশের টুকরো কাছে পড়ে আছে। বাড়ীর মেয়াল মাটির ও চালা ছণের। পাশে একটা লাউমাচা। লাউমাচার গিছনে খানিক তক্তাতে ডোবা আর বাঁশ ঝাঁড় নজরে পড়ে।

মধুর বরস সাতাশ আটাশ হবে, দেহ সুস্থ ও সবল। তার গায়ে কোড়া একটা গামছা জড়ানো, পরনে আধ ময়লা মোটা কাপড়, হাঁটুর একটু নীচে পর্যন্ত নেমেছে। কোমরে আলগাতাবে একটা গরু বাঁধা দড়ি জড়ানো।

ক্রতপদে, প্রায় ছুটেতে ছুটেতে পদ্মা এসে দাঁড়ায় তার চুল এমোমেলো, ঝাঁচল একহাতে বাঁধে চেনে ধরে আছে। এসে দাঁড়িয়ে ঝাঁচল ভাল করে গায়ে জড়িয়ে সে হাঁপাতে থাকে।

মধু। ( উঠে দাঁড়িয়ে ব্যঙ্গভাবে ) কি হয়েছে পদ্ম ?

পদ্মা। বাবার আগে একটি বার পালিয়ে এসাম।

মধু। ( একটু হতাশ ভাবে ) বাবার আগে !

## ভিটে মাটি

পদ্মা। নইলে ছুটে আসি ?

মধু। আমি তাবলাম তোদের বুকি বাওরা হ'লনা তাই ছুটে এয়েছিল  
ভাল খপরটা জানাতে। খুব ভোরে না কথা ছিল রওনা দেবার ?

পদ্মা। ছিল না ? জিনিষ পত্তর গাড়ীতে বোঝাই দিয়েছে কখন।  
এটা ওটা ছুতো করে আমি দিলাম বেলা করিয়ে। ভাবছি কখন  
আসে মাছুষটা কখন আসে, পথ চেয়ে রইছি ভোর থেকে। যেতে  
বুকি পারলে না একবারটি ? না, মন করলে মরুক গে বাক,  
পদি গেলে মেয়া জুটবে চের !

মধু। জুটবে না তো কি ? শজু দাসের মেয়া পদ্মা দাসী ছাড়া বুকি মেয়া  
নেই কো পিখিমিতে ? যাচ্ছিস বেশ যাচ্ছিস। ফিরে যদি আসিস  
কোন দিন, দেখবি তোর তবে বসে নেই মধু, ভূষণ খুড়োর মেয়াটা  
তার ঘর কবছে।

পদ্মা। ভূষণ খুড়োব মেয়া ! মোহিনী !

মধু। হাসির কি হল ?

পদ্মা। মেয়া লিয়ে পালাচ্ছে ভূষণ খুড়ো। তোমার অদেট মন্দ।

মধু। পালাচ্ছে ! ভূষণ খুড়োও পালাচ্ছে। কসল কি করবে ? গাইবাহুর  
কি করবে ? তিন জোড়া গাই ওর। কালো গাইটা আজ দশদিন  
হয়নি বিইয়েছে।

পদ্মা। নকুড় কসল তুলবে, গাইবাহুর, ঘরদোর দেখবে। যদি অবিশ্রি  
থাকে কিছু শেষতক।

মধু। গচ্ছিত্ রেখে বাবার লোক পেয়েছে ভাল।

পদ্মা। উণায় কি। কবে হানা দেবে আবার, ঘরদোর পুড়বে, নিজেরা

প্রাণে মরবে, তার চেয়ে প্রাণ নিয়ে পালানো ভাল।

মধু। যেখানে পালাবে সেখানে হানা দেবে না শুভ্রা ?

পদ্মা। বিপদ সব যাগায় সমান নয়তো।

মধু। কি করে জানবে কোথা বিপদ কম ? ছোটলাল এই কথা বোঝাচ্ছে। যে ভয়ে পালাতে চাইছে। এ গাঁ ছেড়ে ও গাঁয়ে, সে ভয়ের এলাকা ছেড়ে তো পালাতে পারবে না। পালাতে দেবেই না।

পদ্মা। আমার বুঝিয়ে কি হবে। বাবাকে তো পারলে না বোঝাতে!

মধু। নকুড় পরামর্শ দিচ্ছে, ভূষণ কুসলাচ্ছে, তোর বাবা কি কিছু বুঝতে চায়। নকুড় গুছিয়ে নিচ্ছে বেশ তলে তলে। ভলের নামে কিনে সব বেচছে। ভূষণ খুড়োর গচ্ছিত যা কিছু দিবে যাচ্ছে তাও বেচে দেবে। তাঁর সব সবে পড়বে ষাসধুদোয়, এখানে অসুবিধা হলে।

পদ্মা। না, নকুড় বলেছে সে স্বত্তরববে গিয়ে থাকবে, বন্ধিন না হাকাম খামে।

মধু। স্বত্তর বয়ে গিয়ে থাকবে ছ'কোশ দূরে ? মোদের এই জুন পাকিয়ার হাকামা হলে বুঝি সেখানে হবে না ?

পদ্মা। এবার হয়নি তো।

মধু। দশগাঁয়ে হয়েছিল, জুনপাকিয়ার হয়নি তো! শেষতক হল। পরের বার ওখানে হবে। নকুড়ের কথা ধরিস না। ও লোকটা মতলববাজ, লীলাবাজ।

পদ্মা। থাকগে বাবা, পরের তাঁবনা ভাবতে পারি না আর। এখন



## ভিটে মাটি

ডর লাগছে মোর ।

মধু । তোমর আবার ডর কিসের ? তুই তো পালাচ্ছিস !

পদ্মা । নিজের জন্তু ডরাচ্ছি নাকি আমি ? কি যে হবে ভগবান জানেন !

এত করে যেতে বললাম তোমাকে, তোমার সেই এক পাথুরে গৌ ।

সত্যি বলছি তোমাকে, যেতে মন চাইছে না আমার ।

মধু । মন না চাইলে যাচ্ছিস কেন ?

পদ্মা । সাধ করে যাচ্ছি ? নিজের খুসিতে যাচ্ছি ? তোমার কথা শুনলে গা জলে যায় । বাবা জোর করে নিয়ে গেলে আমি কি করব । নকুড় বেলা ঘেঁষেনি বাবার কাছে, দে'মশায় কি যে মস্তুর দিতে লাগল বাবার কানে, পালাবার জন্তু বাবা একেবারে দিশেহারা হয়ে উঠেছে । দে'মশায় সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছে । সঙ্গে করে নন্দপুর পৌঁছে 'দয়ে আসবে । বলেছে, ক'দিন বাদে আড়তের মালপত্তর বেচে দিয়ে নিজে গিয়ে থাকবে ওখানে । কি মতলব করেছে কে জানে !

মধু । তাকে বিয়ে করবে ।

পদ্মা । সেতো নতুন কথা নয় । ঢের দিন থেকে আমার পেছনে লেগেছে । বাবাকে তোষামোদ করছে । আমি ভাবছি, অশ্রু নওগব যদি করে থাকে লোকটা ! ক'দিন থেকে ভেবে ভেবে কুলকিনারা পাচ্ছি না কিছু । তা' যা আমার অদেটে আছে ঘটবে, কোন তো উপায় নেই । তুমি এ গাঁ ছেড়ে পালালে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারতাম । শেষ বারের মত এই কথা বলতে আমি এলাম । (অধীর আগ্রহে) যাও না ? তুমিও যাও না চলে ? তোমার পারে গড়ি এমন একগুয়েমি কোরো না । পাঁশকুড়ায় তোমার বোনেক

## ভিটে মাটি

কাছে গিয়ে তো তুমি থাকতে পার বিপদের ক'টা দিন ?

মধু। ক'টা দিন পদি ? বিপদ ক'দিন থাকবে জানিস কিছু ? ছ'মাস, না এক বছর না দশ বছর ? জানতে পারলে হয়তো যেতাম পদি । গেলে পাঁশকুড়ার যেতাম না, তোদের সঙ্গেই যেতাম ।

পদ্মা। তাই গেলেই তো হয় ! বাবা অত করে বলছে তোমাকে—

মধু। তা হয় না পদি । আমি কোথাও যেতে পারব না । ঘববাড়ী, গাইবাছুর, জমিজমা ফেলে কোথায় যাব ? কি করে যাব ? ধার করে পুয়ের ভিটের ঘর তুলে ছ'বছর স্তন গুনেছি, গায়ের বক্ত জল কবে এই সেদিন মহাজনের দেনা শুখলাম । সাত বিঘে বেশী জমি এবাব ভাগে চষেছি, কাল পরশু রুইতে স্নক না করলে নয় । এগাব কাহণ খড় ধবে রেখেছিলাম, এবাব বেচতে হবে । বুড়ো বাপটা স্তম্ভ হুখ খেবে বেঁচে আছে, লক্ষ্মীকে ফেলে বিদেশে পালালে খেতে না পেয়ে বাপটা আমাব মবে যাবে । জমির ধান ঘরে তুললে আমাব মা কোন বাপ সারা বছর খাবে । আমার যাওয়ার উপায় নেই, ( দীনে দীবে মাথা নেড়ে ) কেবল এসব অশুবিধের দ্রষ্টা নয়, বাবার কথা ভাবলেই মনটা হুহু কবে ।

পদ্মা। কেন ?

মধু। তুই মেয়ে-মাছঘ, বাপের ঘরে বড় হয়ে সোয়ানীব ঘরে চলে যাস ঘবদোর জমিজমার দরদ তুই কি বুঝাব ? বেড়া থেকে একটা কাঞ্চ কেউ খুলে নিলে টের পেয়ে যাই । ক্ষেত থেকে এক কোদাল মাটি নিলে মনে হয় এক খাবলা গায়ের মাংস নিয়ে গেছে । সব ফেলে যাবার ক্ষমতা আমার নেই । সবাই পালাক, গাঁ খালি হয়ে

## ভিটে মাটি

যাক, এক। আমি আমার ক্ষেতখামার ঘরবাড়ী গাইবান্ধুর আগলে  
গাঁয়ের মাটি কামড়ে পড়ে থাকবো।

পদ্মা। তবে কি হবে? তুমি এখানে থাকবে, আমি চলে যাব—

( শঙ্কুর প্রবেশ। পঞ্চাশ বছরের গৃহস্থ চাষী )

শঙ্কু। ( জুড়কণ্ঠে ) তুই এখানে? চান্দিকে ঢুড়ে ঢুড়ে হররান হয়ে গেলাম।  
কি করছিস তুই এখানে বেহারা বজ্জাত মেয়ে?

মধু। আমি একবারটি ডেকেছিলাম।

শঙ্কু। কেন ডেকেছিলে? আমার মেয়েকে তুমি কেন ডাকবে, আমার  
বিয়ের যুগ্য এতবড় মেয়েকে? আশ্পদ্ধা কম নয় তো তোমার?

মধু। গাঁ ছেড়ে যাওয়া নিয়ে ক'টা কথা বলার ছিল।

শঙ্কু। ( হঠাৎ উৎসুক হয়ে ) তোমার যাওয়ার কথা? মত বদলেছ তুমি?  
ভগবান স্তুতি দিয়েছেন? শোন বলি মধু, প্রাণের ভয়ে গাঁ ছেড়ে  
পালাচ্ছি বটে, মন কি যেতে চাইছে মোর। বুকেটা হুহু করছে।  
ঘরদোর এদিকে নষ্ট হবে, বিদেশে বিভূয়ে ওদিকে দশা কি হবে  
মোদের ভগবান জানেন। তুমি যদি সঙ্গে যাও, বুকে জোর পাই  
আমি।

মধু। তা হয় না।

শঙ্কু। ওই এক কথা তোমার। কেন হয় না শুনি? বীক, ভূষণ,  
কানাই, নকুড়, বনমালী সবাই যেতে পারে, তুমি যেতে পার না?  
এমন একগুঁয়ে হয়োনা বাবা। কথা শোন মোর। ছেলেবেলা  
থেকে শুনেছি বড় ঠাকুরের মুখে, বুদ্ধিমান যে হয় সে কি করে?  
না, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করে। প্রাণ যদি থাকে বাবা, সব বজ্জাত

## ভিটে মাটি

থাকে, প্রাণ যদি যায় তো বরজয়ার, জিনিষপত্র থেকে কি হয়  
মাল্লখের! কিছু কি রাখবে ওরা, সব জালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার  
করে দেবে। কিসের ভরসায় তবে গাঁয়ে পড়ে থাকা? আমি  
তোমার ভাল ছাড়া মন্দ পরামর্শ দেব না মধু। কথা রাখো আমার,  
চলো একসাথে যাই।

পদ্মা। তাই চলো! একসাথে চলে যাই।

(মধু একবার তার দিকে বিষম গম্ভীর মুখে তাকাল,  
তারপর চিন্তিতভাবে অস্থির হয়ে চুপ করে  
থাকে।)

শঙ্কু। (মধুর নীরবতায় উৎসাহিত হয়ে) জান বাবা, কাল আমরা চলে  
যেতাম, তোমার জন্ত প্রাণ হাতে করে একটা দিন দেবী করলাম।  
শুধু তোমার জন্ত। কত কষ্টে মদনের গাড়ী পেইছি মদনকে রাজী  
করে। বুড়ো ক্যাংটা বলৎ ছোটো, গাড়ী চলবে টেকস টেকস।  
যাহোক তাহোক, গাড়ীতে সব মালপত্র বোঝাই দিবেছি, রওনা  
হবার জন্তে পা বাড়িয়েছি, তবু তুমি যদি যাবে বল মধু, আজকেও  
যাওয়া বন্ধ করে দিতে রাজী আছি। কাল একসাথে রওনা হব।  
তুমি আমার ছেলের মত, ছেলের চেয়ে বেশী। সেবার যখন  
ডাকাত পড়ল বাড়ীতে, তুমি সবাইকে ডেকেডুকে নিয়ে সময় মত  
হাজির হয়েছিলে বলে ধনেপ্রাণে বেচে গেছলাম। সে ঋণ এ জন্মে  
শোধ হবার নয়। নকুড় তিনশো টাকা পণ দিতে চেয়ে কত  
সাধাসাধি করেছে। আমি বলেছি, না, আমার জামাই হবে মধু।  
আজ অবস্থা যেমন হোক, মধুর চেষ্টা আছে, সে উন্নতি করবে।

## ভিটে মাটি

সে আমার খনপ্রাণ বাঁচিয়েছে, আমার মেয়ের ধন্বা রক্ষা করেছে, সে ছাড়া কারো হাতে আমি মেয়ে দেব না। মোদের সাপে চলো মধু, যে অবস্থায় যেখানে থাকি, এক মাসের মধ্যে শুভকর্মেটা সেয়ে ফেলব।

মধু। (অজ্ঞমনস্ক ভাব কেটে আত্মস্থ হয়ে) তাই যদি মন থাকে দাসমশায়, বিয়েটা সেয়ে দিয়ে ওকে রেখে যাও।

শঙ্কু। ডাকাত বেটাদের জন্তে ?

মধু। আমি বেঁচে থাকতে মোর বৌকে ছোঁবে।

শঙ্কু। তুমি বেঁচে থাকলে তো।

মধু। আমি যদি মরি. মোর বৌও মরতে পারবে।

শঙ্কু। মেয়ের আমার জোর ববাত বলতে হবে, ওমাসে বিয়েটা হয়ে যায়নি। তোমার বৌ হয়ে মরে কাজ নেই, আমার মেয়ে হয়েই মেয়ে আমার বেঁচে থাকবে।

নকুড়ের প্রবেশ। শঙ্কুর সমবয়সী গ্রাম্য মহাজন ও আড়তদার। গায়ে গলাবন্ধ গরম কোট, কাঁধে সস্তা চামর ও পায়ে চটি।

নকুড়। এই যে পাওয়া গেছে। তা আর দেবী করা কেন, বেলা নেহাৎ মন্দ হয়নি।

শঙ্কু। না, আব দেবী নেই। দে'মশায়, আমাকে আর ছ'কুড়ি এক টাকা ধার দেবে ?

নকুড়। তা—সে নয় দিলাম। টাকাটা লাগবে কিসে ?

শঙ্কু। মধু যায়নার টাকা দিয়েছিল, সেটা কেবত দিয়ে যাব। ওর সঙ্গে

## ভিটে মাটি

কোন বাঁধাবাঁধির মধ্যে থাকতে চাই না। সব সম্পর্ক চুকিয়ে  
দিয়ে যাব।

নকুড়। দিচ্ছি। একুনি টাকা দিচ্ছি।

(কোমর থেকে খলে বার করে টাকা গুণতে  
লাগল। বোঝা গেল হঠাৎ সে ভারি খুসী হয়ে উঠেছে।  
বার বার পয়সার দিকে তাকাতে লাগল।

পদ্মা। তুমি আবার দে'মশায়ের কাছ থেকে টাকা নিচ্ছ বাবা! শোধ  
দেবে কি করে?

নকুড়। আহা, নাই বা শোধ দিল! আমি কি বলেছি শোধ দিতে হবে।

পদ্মা। টাকা নিলে শোধ দিতে হবে না কি রকম? তুমি নিওনা বাবা  
দে'মশায়ের টাকা।

শজু। তুই চুপ কর।

মধু। আমার টাকা পরে দিলেও চলবে, দাসমশায়। বায়না হিসেবে  
রাখতে না চাও, ঋণ হিসেবেই টাকাটা। এখন তোমার কাছে  
থাক। তাতে টাকা হলে তখন দিও।

নকুড়। (তাড়াতাড়ি কয়েকটি নোট শজুর হাতে দিয়ে) এই নাও হু'বুড়ি  
এক টাকা। বাড়ী গিয়ে একটা রসিদ দিও—ইষ্টান্স মারা কাগজ  
একখানা আছে। হিসেবের জন্য একটা রসিদ নেওয়া—নয় তো  
তোমাকে টাকা দেব তার আবার রসিদ কি!

শজু। সই করে দেব দে'মশায়, ভেবো না। তোমার বায়নার টাকা ফেরত  
নাও মধু। (টাকাটা সামনে ফেলে দিল) আজ থেকে মোর সাথে  
কোন সম্পর্ক রইল না তোমার। চলো আমরা বাই।

## ভিটে মাটি

নকুড়। আঁহা হা—দলিলপত্র ফেরত নাও। এমনি টাকাটা দিয়ে চলে  
যাচ্ছ কি রকম ?

শঙ্কু। দলিলপত্র কিছু নেই।

নকুড়। লেখাপড়া হয়নি কিছু ? এমনি টাকা দিয়েছিল ? তুমি অস্বীকার  
করলে যে চাইবার মুখটি ছিল না ওর !

শঙ্কু। টাকা নিয়েছি, অস্বীকার করব কেন দে'মশায় ?

নকুড়। তা বটে, তা বটে। সে কথা বলছি না। এমনি কথার কথা  
বলছিলাম আর কি যে টাকা যে, দিয়েছিল ও তার প্রমাণ কিছু নেই।

মধু। রসিদপত্র কিছু নেই, আদালতে নালিশ হত না, তবু একজন আর  
একজনের টাকা ফেরত দিয়েছে বলে গা আলা করছে দে'মশায়ের।

নকুড়। টাকা তো মিলেছে অত কথা কেন আবার ?

শঙ্কু। চলো আমরা যাই। চল পদ্মি বাড়ী চল।

পদ্মা। বাড়ী গিয়ে আর কি হবে বাবা ? আমি ওই রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে  
থাকি, তুমি গিয়ে সবাইকে নিয়ে এসো। মোকে মোড় থেকে  
তুলে নিও।

শঙ্কু। আর বলছি বেহায়া বজ্জাত মেয়ে !

অস্তরালে রামঠাকুরের গলা শোনা গেল—শঙ্কু নাকি  
হে ! ওহে শঙ্কু দাঁড়াও, দাঁড়াও।

রামপ্রাণ ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ। পরনে পাটের কাপড়,  
গায়ে উড়ুনি, পূজার বেশ। বগলে কাপড় জড়ানো  
পুঁথি, হাতে কুশাসন, ঘণ্টা প্রভৃতি আছে। আর  
আছে বেখান্না রকমের মোটা একটা লাঠি। উড়ুনির

## ভিটে মাটি

একপ্রান্তে নৈবিত্তের মত কি যেন বাঁধা। বছর  
চল্লিশেক বয়স, শুষ্ক শীর্ণ কাঠখোটা চেহারা, তবে  
হুঁসল মনে হয় না। গলাব আওয়াজ মোটা ও কর্কশ।  
জোবে জোবে কথা বলা অভ্যাস।

রামঠাকুর। এই যে নকুড় ও আছ।

নকুড়। প্রণাম হই ঠাকুরমশায়!

রামঠাকুর। কল্যাণ হোক। তোমাব সর্বনাশ হবে নকুড়।

শম্ভু। ঠাকুরমশায়, প্রণাম।

রামঠাকুর। কল্যাণ হোক। তুমি উচ্ছন্ন যাবে শম্ভু।

শম্ভু। সকালবেলা শাপমণ্ডি দিচ্ছেন কেন ঠাকুরমশায়?

রামঠাকুর। দেব না? আমাকে ফাঁকি দিয়ে চুপি চুপি চোরের মত গাঁ

ছেড়ে পালাচ্ছ, অভিশাপ দেব না তো কি আশীর্বাদ করব?

শম্ভু। সে কি কথা ঠাকুরমশায়। আপনাকে ফাঁকি দিলাম কখন?

চোরের মতই বা গাঁ ছেড়ে পালাব কেন?

রামঠাকুর। তাই তো পালাচ্ছ বাপু? দিনরূপ গুনিয়ে নিলে না, বওনা

হবার সময় হুঁটে শাস্তিবচন বলতে ডাকলে না, আশীর্বাদ নিলেনা,

একটা খবর পর্যন্ত নিলেনা, আবাব ঠিক আমার গোনা শুভদিনটিতে

শুভরূপটিতে পালাচ্ছ। বাবুলালবাবু জন্ত কত পাঁজি পুঁথি

ষেঁটে আজকের শুভদিনটি বার করলাম, আমার ঠিকিয়ে আমার

শুভদিনটিতে তোমরা যাত্রা করছ। ফাঁকি দেওয়া আর কাকে

বলে?

মধু। শুভদিন কি আপনার সম্পত্তি নাকি ঠাকুরমশায়? একজনের জন্ত



## ভাঙে মাটি

আপনি দিন দেখে দিলে সে দিন অল্প কেউ গাঁ ছেড়ে যেতে পারবেনা ?

রামঠাকুর। যেতে পারবে না কেন ? আমার দক্ষিণাটা দিয়ে দিলেই যেতে পারবে।

মধু। তাই বলেন, আপনার দক্ষিণা চাই।

শঙ্কু। বাবুলালবাবু কি আজ যাচ্ছেন ঠাকুরমশায় ?

রামঠাকুর। এই মাত্র শুভযাত্রা করিয়ে দিয়ে এলাম। কালরাত্রেই বড়বাবু ব্যাকুল হয়ে আমার ডেকে পাঠালেন। পাঁচসিকে দক্ষিণা হাতে দিয়ে বললেন, কালের মধ্যে একটা ভাল দিন দেখে দিতে হবে ঠাকুরমশায়। ভাল করে পাজি পুঁথি দেখুন। পাজিতে আজ যাত্রা নিষেধ লিখেছে। বাবুলালের মা বঁকে বসেছিলেন, আজ যাওয়া চলতেই পারে না। ঘড়ি পেতে আধ ঘণ্টা গুণে আমি বিধান দিলাম, আজ সকাল দশটার মধ্যে কিঞ্চিৎ পূজার্চনাদির পর যাত্রা অতীব শুভ। সকালে গিয়ে পূজার্চনাদি করে যাত্রা করিয়ে দিয়ে আসছি। বাবুলালবাবু আবার দক্ষিণা দিয়েছেন পাঁচসিকে। বাবুলালবাবু লোক ভাল, তার মঙ্গল হবে। কিন্তু তোমাদের কেমন ধারা বিবেচনা নকুড় ? শঙ্কু ? খবর পেয়েছ বড়বাবুকে বিধান দিয়েছি আজ সকালে যাত্রা প্রশস্ত, বামুনকে ফাঁকি দিয়ে আজকেই যাত্রা করছ। যাচ্ছ, যাও। বারণ করিনে। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো। বাবুলালবাবুর যাত্রা শুভ বলে কি, তোমাদেরও আজ যাত্রা শুভ ! মাছষে মাছষে তফাৎ নেই ? রাশিচক্রের ভেদ নেই ?

শঙ্কু। রাগ করবেন না ঠাকুরমশায়। দিনকণ মেথার কথা খেয়াল হয়নি

## ভিটে মাটি

মোটো। মাথার কি ঠিক আছে। এই সওয়া পাঁচআনা প্রণামী নিয়ে আশীর্বাদ করুন। (প্রণাম করল) ঠাকুরমশায়কে প্রণাম কর পদ।

পদ্মা প্রণাম করল।

যাত্রা শুভ হবে তো ঠাকুরমশায় ?

রামঠাকুর। হবে বৈ কি। এক কাজ কোরো শঙ্কু, নন্দপুবে পৌছে দামোদরের পূজো পাঠিয়ে দিও পাঁচসিকে। যাত্রা আরও শুভ হবে। আর তুমি নকুড় ?

নকুড়। আমি দু'দিন পরেই ফিবে আসছি ঠাকুরমশায়। আড়তের মাল-পত্রের ব্যবস্থা কবে একেবাবে বখন যাব, আপনাকে প্রণাম করে যাব বৈ কি !

রামঠাকুর। দু'দিনের জন্ত হোক, একদিনের জন্ত হোক, যাত্রা তো করছ বাপু ? বামুনের আশীর্বাদ নিয়েই নয় গেলে ! সওয়া পাঁচআনা পয়সার জন্ত অত মায়া কেন ?

নকুড় অগত্যা প্রণামী দিয়ে প্রণাম করলে।

কল্যাণ হোক। বাস, এবার তোমরা যেতে পার। দামোদরের পাঁচসিকে পূজো পাঠিয়ে দিতে ভুলো না শঙ্কু।

শঙ্কু। ভুলব না ঠাকুরমশায়।

( শঙ্কু, পদ্মা ও নকুড় চলে গেল )

মধু। আপনি তবে রয়ে গেলেন ঠাকুরমশায় ? ও পাঁচসিকে এসে পৌছতে চের দেয়ী।

রামঠাকুর। তোমরা যদি আছ থাকতেই হবে। যেতে হলে তো সদল

## ভিটে মাটি

চাই হ'পয়সা ? যাবার সময় তোমরা কিছু কিছু দ্বিগে যাচ্ছ, দেখি যদি তোমাদের সবাইকে শুভযাত্রা করিয়ে নিজের শুভযাত্রার সংস্থান কিছু হয় কিনা। এ বাজারে আমার ব্যবসাটা একটু উঠেছে, এইটুকু যা লাভ মধু। যা মন্দা যাচ্ছিল। বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের ধাঁধার পড়ে লোকে শুধু দিচ্ছিল ফাঁকি, বামুনপুরুতকে হু'টো পয়সা দিতে অর আসছিল গায়ে। এখন ভয়ের চোটে এমনি দিশেহারা হয়ে গেছে যে আদায় পত্র হচ্ছে কিছু, চাপ দিয়ে ভয় দেখিয়ে। একটু উঠেছে ব্যবসাটা! তবে এ আর ক'দিন! এরপর যা মন্দাটা আসছে, কারবার গুটোতে হবে।

মধু। আপনার আবার ব্যবসা কি ঠাকুরমশায় !

রামঠাকুর। ব্যবসা বৈকি মধু। অন্ততঃ পেশা তো বটে। আমি কিছু বুঝলে ভেবো না হে। ভক্তিতে কেউ একটি পয়সা দেয় না, যা দেয় ভয়ে। উকিল, মোক্তার, কোবরেজ, ডাক্তারের মত আমিও মোচড় দিয়ে যা পারি আদায় করে নিই। চলা চাইতো আমার। ওদের মত আমিও চক্ষুজ্জ্বার বালাই বিসর্জন দিয়েছি।

মধু। যেতে না বলে আপনি সবাইকে যেতে বারণ করেন না কেন ঠাকুরমশায় ? যে ভাবে সব দিশেহারা হয়ে সব পালাচ্ছে, ছরবছর সীমা থাকবে না। আপনি জোর করে বললে হয় তো অনেকে যাওয়া বন্ধ করবে।

রামঠাকুর। কেউ যাওয়া বন্ধ করবে না বাবা। যে আতঙ্ক জন্মেছে, স্ত্রী পুত্র ফেলে যে সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে ছুট দেয় নি তাই আশ্চর্য। কথা কেউ শুনবে না মধু। যদি শুনত, বলে দিতাম এ বছর যাত্রা করার

## ভিটে মাটি

একটাও ভাল দিন নেই, সঙ্কটসব অযাত্রা। যাত্রা করিয়ে কিছু কিছু পাচ্ছি, সে পাওয়ার লোভ নয় ছেড়েই দিতাম।

মধু। লোভ আপনাকে নেই ঠাকুরমশায়।

বামঠাকুর। আমি কণিষ ব্রাহ্মণ, আমার লোভ নেই, বলা কি হে! লোভ আমার ধর্ম। কথা বাবা শুনবে জানি, তাদের থাকতে বলছি মধু। তাও ওই লোভেব হিসেবে। সবাই চলে গেলে আমার ব্যবসাই যে মাটি হবে। যত জনকে বাখা যায় ততই আমার লাভ।

ছোটলাল ও মাখন এসে দাডাল। ছোটলাল মধুর চেয়ে কবেক বছরের বড়, স্বাস্থ্যগান সুশ্রী চেহারা, শ্রামবর্ণ। সাধারণ গ্রাম্য গৃহস্থের বেশ মোটা কাপড়, সুতাব মোটা কাপড়ের কোট, সস্তা মোটা গরম চাদর। পায়ে জুতো আছে, শিশিবে ভেজা মাটি লাগানো। মাখন তার সমবয়সী কামারের কাজ কবে। গায়ে ফতুয়া চাদর। কাপড় জামা ঘরে বেচে লাগছে বকম শাক করা। দেখলেই বোঝা যায় কোথাও বাবে বলে তৈরী হয়েছে, কারণ চুলও মোটামুটি আঁচড়ানো।

মধু। আরে, ছোটবাবু!

ছোটলাল। ছোটবাবু ডাকটা বলতে পার না মধু? শুনলে মনে হয় আমি যেন তোমাদের জমিদারের ভাই অথবা ছেলে, ছোট ভবক। সবাই ছোটবাবু বলে, তুমি ছোটবাবু বলে আমার ছোট করে দাও কেন?

## ভিটে মাটি

রামঠাকুর। ছোট করে দেয়! হা হা হা।

ছোটলাল। জমিদার বলা আর গালাগাল দেওয়া একই কথা ঠাকুরমশায়।  
মধু। ওটা বলা কেমন অজ্ঞান হলে গেছে ছোটবাবু। আপনি গেলেন না?  
ছোটলাল। কোথায় গেলাম না?

মধু। ঠাকুরমশায় বললেন আপনারা আজ রওনা হয়ে গেলেন।  
শুনে ভড়কে গেছলাম।

রামঠাকুর। এই তো দোষ তোমাদের মধু। এমন করে তোমরা  
শুজব রটাও আবোল তাবোল, মাথা মুণ্ড থাকে না। আমি কখন  
বললাম ছোটলালকে রওনা করিয়ে দিয়ে আসছি? রওনা হলেন  
বাবুলাল।

ছোটলাল। দাদা পালালে আমিও পালাব মধু?

মধু। তাই তো ভাবছিলাম অবাক হয়ে—। বৌঠান ওনারা?

ছোটলাল। আমার বৌ থাকবে, আমার বোনটাও থাকবে। দাদা তার  
বৌ ছেলেমেয়ে নিয়ে যাবে পুৰী।

মধু। যেতে দেবে?

ছোটলাল। তুমি পাগল মধু। সবাইকে কি ওরা আটকাচ্ছে—ওঁতো দিয়ে  
গাঁয়ে পাঠাচ্ছে আরও ওঁতো দেবার অস্ত? যারা ভালো লোক,  
মিহি লোক, যাদের অসুগ্রহ করলে ফল পাওয়া যায়, তাদের জন্ত ভিন্ন  
ব্যবস্থা। পাশ না যোগার করে কি আর কি দাদা যাচ্ছে। আর  
সত্যি বলি, দাদার ভাই বলেই আমিও অসুগতে পেরেছি গাঁয়ে।  
হয় তো আপশোষ করছে সেজন্ত এখন!

মধু। তা করছে। মোদের বাঁচাবার চেষ্টায় লেগে যাবেন এমনভাবে  
তা কি ভাবতে পেরেছিল।

## ভিটে মাটি

ছোটলাল। হুপুয়ে একবার এসো মধু ভগবান মাইতির বাড়ীতে। কেউ  
কেউ তর পেরে এখানে ওখানে চলে যাচ্ছে, এটা ঠেকাতে হকব।  
পরামর্শ করা দরকার।

মধু। মোর সাথে পরামর্শ !

ছোটলাল। সবাব সাথেই পরামর্শ দরকাব। আচ্ছা আমি যাই, সময়  
নেই।

ছোটলাল চলে যায়।

মধু। তুই সেজেগুজে চলেছিস কোথা মাখন ?

মাখন। স্বপ্নর বাড়ী।

মধু। বটে ? বৌ ডেকেছে বুঝি ?

মাখন। জরুরী ডাক, হুকুম একদম। আজ গিয়ে নিয়ে না এলে একলা  
চলে আসবে। ওব বাপ ভাই আসতে দিতে চায় না, পৌছেও  
দিয়ে যাবে না। এ গাঁয়ে আসতে ওদেব ডর লাগে। কি করি,  
আনতে বাচ্ছি।

রামঠাকুর। তুমিও দেবে নাকি কিছু দক্ষিণা ?

মাখন। আজ্ঞে না ঠাকুরমশায়। শুভ-যাত্রা করছি না, মোর এটা  
অযাত্রা।

রামঠাকুর। না বাবা, না। এটা শুভ যাত্রাই তোমার। লোকে পালাচ্ছে  
গাঁ ছেড়ে, বৌ ছেলে পাঠিয়ে দিচ্ছে, তুমি এ সময় আনতে চলেছ  
বৌকে ! বিনা দক্ষিনাতেই তোমার আশীর্বাদ করছি, সবাব চেয়ে  
তোমার যাত্রা শুভ হোক।

মাখন। তুই কবে পালাচ্ছিস মধু ?

## ভিটে মাটি

মধু। আমি পালাব ?

মাখন। শক্তু মেয়ে নিয়ে যাচ্ছে আজ। তুই যাবি না ?

মধু। শক্তু মেয়ে নিয়ে চুলোয় গেলে মোকেও যেতে হবে ?

মাখন। ও বাবা ! বলিস কি রে ?

রামঠাকুর। শক্তু ওর দাদনের টাকা ফেবত দিয়েছে, সঙ্গে গেল না বলে।

নকুড়ের কাছ থেকে ধার করে দিয়েছে অবশ্য।

মাখন। বলিস কি রে ! তুই যে আঁক করে দিলি !

রামঠাকুর। অবাক তোমরা দুজনেই করেছ বাপু। তুমি যাচ্ছ বোকে  
আনতে, ও যাবে না বলে ছেড়ে দিচ্ছে হবু বোকে ! হা হা হা !  
যৌবনের লক্ষণ এই। শাস্ত্রে বলেছে, যৌবন—অগ্নি তাপেন উষ্ণ  
ভবতি শোণিত। এ কিস্ত আমার শাস্ত্র বাপুসকল, ধোঁকা দেব না  
তোমাদের, মুখ্য মুখ্য সবল মানুষ তোমরা। শাস্ত্রটাস্ত্র পাঠ করা  
হয় নি বাপু আমার, ছুটো মুখস্ত মন্ত্র বলতে পারি, বসে

জোরে হাসতে হাসতে রামঠাকুরের গ্রন্থান

মাখন। বেশ লোক ঠাকুরমাশায়। গুব বড় ভাইটা ছিলেন পরলা নম্বর  
ভণ্ড তপস্বী।

মধু। বাবুলাল আর ছোটবাবু যেমন।

মাখন। কিস্ত মধু, এ কাজটা কি ঠিক হলো তোর ?

মধু। কোন কাজটা ?

মাখন। ভূষণের হাতে ছেড়ে দিলি পদিকে ? শক্তুকে বিপদে ফেলে  
পদিকে ও হাত করবে নির্ধাৎ। আঠে পিঠে বেঁধেছে শক্তুকে।

মধু। আমি কি করব ভাই। সবাইকে বারণ করছি গাঁ ছেড়ে যেতে,

## ভিটে মাটি

জোর গলায় বলেছি গাঁয়ের সবাই পালালেও আমি পালাব না, মা বোনকে পাঠাব না। নিজেই পালাব এখন? মরলেও তা পারব না।

মাখন। এমন যদি হানা দিতে থাকে ?

মধু। তা হলেও পালাব না। আর ও যদিও হিসেব খরলে কি কুল কিনারা পাব ভাই? ছোটবাবু বলেন, যদি লাগিয়ে সব কিছু ঘটানো যায়, সব কিছু বাতিল করা যায়। বুকে শুনে তলিয়ে বিচার করে দেখতে হবে সব কথা। আমার মনে বড় লেগেছে কথাটা। পালাব কোথায়? সমুদ্র ডিঙ্গিয়ে যদি যেতে পারতাম অল্প বেশে তবে নয় কথা ছিল।

মাখন। আমিও তাই ভেবে আনতে বাচ্ছি বোটাকে।

মধু। ভাল করেছিস। মা বোনকে মাঝাবাড়ী পাঠাবার কথাটাও কানে তুলি নি আমি। একজনকে ভয় পেতে দেখলে দশজনে ভয় পায়। একজনের সাহস দেখলে দশজনে সাহস পায়।

মাখন। কি কাণ্ডটাই চলছে দেশ জুড়ে।

মধু। দেশ জুড়ে আর কই চলল ভাই। দেশ জুড়ে চলল কি আর ভাবনার কিছু থাকত, একদিনে সব ভয় ভাবনা চুকে যেত। ছোটবাবু গোড়ায় এসে তাই বলেছিলেন। তখন ভালো রকম বিশ্বাস করিনি কথাটা। এখন সবাই জানছি এ শুধু মোমের এলাকা। ছোট এলাকা পেয়েছে বলেই না বেড়া জালে ঘিরে প্রতিশোধ নেবার সুযোগ পেয়েছে, বা খুসী করেছে। এ এলাকার বাইরের মানুষ নাকি জানেও না কি হচ্ছে এখানে। লোকের মুখে ছাঁচার



## ভিটে মাটি

জন মান্তর কিছু কিছু শুনেছে।

মাখন। শুনেছি, কটা গাঁথের গারে কাঁছে বেতে নাকি ভরসা পায় না।

ভাবলে হাতুড়ি ঠুকতে হাতে যেন জোর বাড়ে।

মধু। কি তেজ, বুকের পাঠা, ভাবলে বুক ফুলে ওঠে সত্যি। আবাক  
যখন ভাবি, কটা মোটে গাঁ, তখন দ্রুত হয়। যেমন বস্তা, তেমনি  
বাঁধ না হলে কি ঠেকানো যায়। বাঁধ বস্তায় ভেসে যায়। তবে  
সময় আসবে, বাঁধ আমরা বেঁধে তুলব। সবাই মিলে হাত লাগাব।  
সময় আসুক।

মাখন। সময় কবে আসবে ভাবি।

মধু। আসবে, আসবে। এমন অবস্থা কি চলতে পারে। সবাই একজোট  
হবে, হেথা সেথা ছাড়া ছাড়া ভাবে নয়, সব ঠাঁয়ে। সে আরোজন  
হয়নি বলে তো মুন্সিল হল মোদের।

ব্যস্ত ভাবে কাদের, আমিরুলদীন ও আজিজের  
প্রবেশ। তিনজনেই চাবী শ্রেণীর লোক। কাদের  
মাঝ বয়সী, আমিরুলদীন বৃদ্ধ, আজিজ যুবক।  
আজিজের গায়ে পিরান

কাদের। এই যে মধু ভাই। তোমার খুঁজছিলাম।

মধু। কি ব্যাপার কাদের ভাই? টাকাটার জন্ত?

কাদের। হাঁ। মধু ভাই, মোর টাকাটা দাও। তাড়াতাড়ি দাও।

মধু। দিচ্ছি। দেব যখন বলেছি, টাকা নিশ্চয় দেব।

কাদের। কেউ দিচ্ছে না ভাই। নগদ টাকাটা কেউ হাতছাড়া করতে  
চায় না। নালিশের ভয় দেখালে বলে, কর নালিশ। কোথা

## ভিটে মাটি

নালিশ করব, কার কাছে! যদি বা করি, নালিশ করে, ডিগ্রী হতে কত সময় যাবে, ছ'মাস বছর বাণে মামলার খরচ শুদ্ধ তিনগুণ দিতে সবাই রাজী, এখন একটা পয়সা দিতে চায় না। আল্লা, আল্লা! কি হুদ্দিন, কি হুদ্দিন।

(মধু কোমরে বাঁধা গৌজিয়া থেকে ছটি টাকা আর কিছু খুঁচরো পয়সা বার করল। শঙ্কর টাকা মাটিতেই এতক্ষণ পড়েছিল, টাকাটা তুলে গৌজিয়ার ভরতে গিয়ে কোমরে গুঁজে রাখল। কাদেরকে তার পাওনা দিল)

মধু। এই যে তোমার ছ'টাকা ছ'আনা।

কাদের। তুমি লোক ভালো তাই চাওয়া মাত্র পেলাম। দে'মশায়ের কাছে দশ মন চালের দাম এক মাসের চেষ্টায় আদায় হল না ভাই। বলেন, আরও দশ মন চাল নিয়ে একসাথে দাম নিয়ে যাবে। আরও দশ মন চাল দিলে খাব কি! চালের দাম কত বেড়ে গেছে, উনি কিনবেন সেই আগের দামে। আল্লা, আল্লা! কি হুদ্দিন, কি হুদ্দিন!

মধু। হুদ্দিন তো বটেই। কেটে যাবে হুদ্দিন। খারাপ সময় চিরকাল থাকে না।

আমিরুদ্দীন। আলাপ হুক করলে কাদের মিত্র? যেতে হবে না?

মধু। তোমরা এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছ কেন?

আমিরুদ্দীন। আমরা আল চলে যাচ্ছি।

কাদের। ব্যস্ত হব না মধু? বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে ঘর সংসার গুটির

## ভিটে মাটি

বাওয়ার হাকীমা কি সহজ ! কোন দিকে যাই কি করি ভেবে দিশেহারা হয়ে গেলাম। একটা গরুর গাড়ী মিলল না। একবেলার রাস্তা কদমসাই, চার টাকা কবুল করে গাড়ী পেলাম না। মেয়েদের হাঁটা ছাড়া উপায় নাই। আল্লা আল্লা !। কি দুর্দিন, কি দুর্দিন।

মধু। নাই বা গেলে কাদের ?

কাদের। মরতে বলো নাকি তুমি ?

আমিরুদ্দীন। শুধু কি মরব ? মোদের জান নেবে, মেয়েদের বেইজ্ঞৎ করবে।

কাদের। কিসের ভরসায় থাকি বলো ?

ছোটলাল। কিসের ভরসায় যাচ্ছ ? কদমসাই গেলে কি জান বাঁচবে, মেয়েদের ইজ্ঞৎ বজায় থাকবে কাদের ? কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে তোমাদের মেয়ে বৌ যেখানে হেঁটে যাবে, ওরা সেখানে যেতে পারবে না ? সেখানে বিপদ তোমাদের বেশী হবে। আত্মীয় বন্ধু, গাঁয়ের চেনা লোক, সেখানে তোমাদের কেউ সহায় থাকবে না। বিপদ হলে সেখানে তোমাদের কে দেখবে ভেবে দেখেছ ? তার চেয়ে নিজের গাঁয়ে থাকাই তো চাব ভাল। বিপদে আপদে গাঁয়ের দশটা লোক ছুটে আসবে।

কাদের। কে আসবে ? সবাই পালাচ্ছে। মানপুরে হানা দেওয়ার সবাই ডরিয়েছিল। ছোটবাবু ভরসা দিবে থাকতে বললেন, শুনে সবার বুকে একটু সাংস আগল। অনেকে পালাবে ঠিক করেছিল, তারা বাওয়া বাতিল করে দিল। এবার সবাই খবর পেয়েছে ছোটবাবুরা নিজেরাই পালাচ্ছে। শুনে ফের সবাই ভয় পেয়ে

## ভিটে মাটি

গেছে।

( মাখন ও মধু মুখ চাওয়া চাওয়া কবল )

মধু। ছোটবাবু পালাবেন না কাদের ভাই।

কাদের। ( সন্দ্বিগ্ন ভাবে ) পালাবেন না? তবে যে শুনলাম আজ ছোটবাবুরা সব পালাচ্ছেন?

মধু। আজ বাবুলালবাবু চলে গেছেন। ছোটবাবু যাবেন না।

আমিরুদ্দীন। ছোটবাবু একা থাকবেন? একা থাকতে ডব কিসেব। ঘরন খুসী যেতে পাববেন। ডব তো বাচ্চা-কাচ্চা মেয়েদেব জন্ত।

ম। একা নয় ভাই, তিনিও বাচ্চা নিয়ে, বৌ আর বোনকে নিয়ে থাকছেন। ওকে শাপ দিতে দিতে চলে গেছে বাবুলাল। ওই যে ছোটবাবু কিংছেন—ওঁকেই জিগ্যেস কর। ছোটবাবু। শুনবেন একবার?

ছোটলাল এল।

ছোটলাল। কি মধু? তোমাদেব খবর ভাল?

আজিজ। ছালাম ছোটবাবু।

ছোটলাল। ছালাম। তোমার অব ছেড়েছে আজিজ?

আজিজ। ছেড়ে গেছে।

কাদেরও আমিরুদ্দীন। ছালাম ছোটবাবু। আপনিও পালাচ্ছেন শুনে মোবা ডবিয়ে গেছি। আপনাব দাদা চলে গেছেন নাকি?

ছোটলাল। ছালাম, ছালাম। দাদা চলে গেছেন ভাই। অনেক চেষ্টা করলাম রাখবার জন্ত, কোন কথায় কান দিলেন, তিনি ভীক রাখপয়

## ভিটে মাটি

মাছুষ । দাদার কথা তোমরা ভাবছ কেন কাদের ? এ তো তার বেড়াতে যাওয়ার সামিল । তার টাকা আছে, সহায় আছে, যেখানে যাবেন আরামে থাকবেন । লোকের কথা তো ভাবেন না, কেন থাকবেন হাজারি ? পশ্চিমে তার বাড়ী আছে । বড়বাবু আমার ভাই, কিন্তু আমি তোমাদের জোর করে বলছি কাদের, তিনি বিদেশী, তিনি তোমাদের গাঁয়ের লোক নন । তিনি গাঁয়ে থাকলেও তোমাদের ভরসা করার কিছু থাকত না, তিনি গাঁ ছেড়ে পালিয়েছেন বলেও তোমাদের ভয় পাবার কোন কারণ নেই । গাঁয়ের এই বাড়ী তার একমাত্র ভিটে নয়, গাঁয়ের এক কাঠা জমি তিনি চাষ করেন না । তার সখ হলে তিনি হাজার বার গাঁ থেকে পালাতে পারেন । কিন্তু তোমাদের সে সখ চাপলে তো চলবে না । তোমাদের পালানো মানে নিজের গাঁ ছেড়ে, ভিটে ছেড়ে, জমিজমা ছেড়ে, গাইবান্ধুর ছেড়ে, আত্মীয় বন্ধু ছেড়ে বিদেশে যাওয়া । বড়বাবু যেখানে যান, কালিয়া পালাও খেতে পাবেন । তোমরা জমি না চষলে, ফসল ঘরে না তুললে, তোমাদের খাওয়াবে কে ?

কাদের । তবে সত্য কথা বলি ছোটবাবু, অত সব হিসাব না করেও যেতে মন চায় না । রাতভোর খুঁমাই নি, ভোরে উঠে ক্ষেতের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম । এত যত্নের নিড়ানো ক্ষেতে আগাছা ভরে যাবে তাবতে গিয়ে মনটা হু হু করে উঠল । ফিরে এসে ঘরের দিকে চাইলাম, চাল বেয়ে শিশির পড়তে দেখে মনে হল বাড়ীটা যেন কান্দছে । কিন্তু কি করি, সবাই পালাচ্ছে দেখে ভয় লাগে ।

ছোটলাল । সবাই পালাবে না কাদের । তুমি যদি না পালাও, সবাই

পালাবে না। অল্পকে পালাতে দেখে তুমি যেমন বোঁকের মাথার  
পালাতে চাইছ, তেমনি তোমাকে পালাতে দেখে অল্প আর একজনের  
পালাবার তাগিত জাগবে। কিন্তু তুমি যদি না পালাও, তোমার  
দেখাদেখি অল্প দশজনও পালাবে না। মধু পালাবে না কাদের।

কাদের। পালাবে না ?

ছোটলাল। না। শঙ্কু ওকে সঙ্গে নেবার অল্প কত চেষ্টা কবেছে, বলেছে,  
ও যদি সঙ্গে যায় সেখানে গিয়েই মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবে, পনের টাকা  
অর্ধেক নেবে না। মধু যেতে রাজী হয় নি।

কাদের। তবে কি যাব না ছোটবাবু ?

ছোটলাল। কেন যাবে ? বাড়ী ফিরে যাও, আমি আর মধু তোমাদের  
পাড়ায় যাচ্ছি। অল্প সকলকে বুঝিয়ে ঠেকাতে হবে। সবাইকে  
বলো গিয়ে, বত গাঁ আছে সব গাঁ ছেড়ে লোক যদি পালাতে আরম্ভ  
করে, কি অবস্থা হবে ভাব দেখি ? তুমি সবাইকে বুঝিয়ে বলো গিয়ে  
কাদের, ভয় পেলে চলবেনা। আমরা আসছি। গাঁ ছেড়ে কেউ  
যাতে না পালায় তা'র ব্যবস্থা করতেই হবে কাদের।

কাদের। আচ্ছা ছোটবাবু। ছালাম। টাকাটা তুমি তবে ফেরত নাও মধু  
ভাই। না যদি বাই আজ টাকা না পেলেও চলবে। তোমার  
সুবিধা মত দিও।

মধু। না, টাকা নিয়েই যাও। আজ হোক কাল হোক তোমার পাওনা  
মিটিয়ে তো দিতেই হবে।

কাদের। সবাই যদি তোমার মত পাওনা মিটিয়ে দিত, তবে ভাবনা কি  
ছিল।

## ভিটে মাটি

আমিরুদ্দীন। ছোটবাবু। দুটো কথা বললেন, অমনি তোমার মন ঘুরে

গেল কাদের মিঞা ?

কাদের। ছোটবাবু ঠিক কথা বলছেন।

আমিরুদ্দীন। জীবন ভোর যাদের কথা শুনে কাটল, আজ তাদের কথা হল

বেঠিক। নিজের কাজ বাগাতে ছোটবাবু যা বোঝালেন

তাঁই হল ঠিক।

আজিজ। ছোটবাবুর কথা আমারও মনে লেগেছে বাপজান।

আমিরুদ্দীন। চুপ থাক। ওসব ছেলেমানুষী কথা তোর মত ছেলেমানুষের

মনেই লাগে। কাদের বাক বা না থাক, আমি যাব ছোটবাবু আজিজকে

নিষে। তিন তিনটে যোয়ান ছেলেকে আল্লা ডেকে নিয়েছেন,

আমাব আর কেউ নাই। একটা ছেলে যদি তিনি রেয়াৎ করেছেন,

এই বিপদের মধ্যে ওকে আমি রাখব না।

ছোটলাল। যেখানে যাবে সেখানে বিপদ নেই আমিরুদ্দীন ?

আমিরুদ্দীন। বিপদ তো চারিদিকে ছোটবাবু। এখানের চেয়ে সেখানে

তবু বিপদ কম। চল আজিজ, আমরা যাই।

আজিজ। তুমি আগাও বাপজান, আমি আসছি। ছোটবাবুর সাথে

দুটো কথা কয়ে যাই।

আমিরুদ্দীন। ছোটবাবু সাথে তোব কিসের কথা ? চটপট সব সেরে

নিরে যেতে হবে না ? কত পথ হাঁটতে হবে খেয়াল আছে ?

আজিজ। যেতে মন চায় না বাপজান। এক কাজ করা যাক। আজ

না গিয়ে দু'দিন বাদে যাব।

আমিরুদ্দীন। ছোটবাবু তোর মাথাও বিগড়ে দিয়েছে ? চল, চল, শীগগির

চল এখান থেকে।

## ভিটে মাটি

আজিজ। রসুলদের খবরটা জেনে আসি।

(আমিরুদ্দীনকে কথা বলবার অবকাশ না দিয়ে  
দীর্ঘ পদক্ষেপে চলে গেল)

আমিরুদ্দীন। আরে আজিজ। কোথা বাস? বদমতলব করবি তো  
মেরে তোকে লাশ বানিয়ে দেব। ফিরে আয়। ফিরে আয়  
বলছি! নাঃ, ছোঁড়া পালিয়ে গেল। সারাদিন হয় তো ঘরে  
ফিরবে না। আজ আর যাওয়া হবে না। আপনি ষত নষ্টের  
গোড়া ছোটবাবু।

কাদের। আঃ—! কি বলো মিঞা?

আমিরুদ্দীন। বলব না? ছেলেটার মাথা ধরাপ কবে দিলেন! নিজের  
কাজ নাই, পেছনে লেগেছেন আমাদের।

আমিরুদ্দীন দ্রুতপদে আজিজের উদ্দেশে চলে গেল

কাদের। ছেলে ছেলে কবে লোকটা পাগল ছোটবাবু। ঘোয়ান ঘোয়ান  
তিনটে ছেলে মরে গেল, শেষ বয়সের এই ছেলেটাকে নিয়ে কি  
করবে ভেবে পায় না।

ছোটলাল। ওরকম হয় কাদের, য়েহে অনেক সময় মানুষ অন্ধ হয়ে যায়।

কাদের। ওর ভয় দেখে আরও ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম ছোটবাবু। আপনার  
সাথে দেখা হয়ে ভালই হল। আমাদের পাড়ায় আসবেন নাকি?

ছোটলাল। তুমি যাও, আমরা আসছি।

কাদের। ছালাম, ছোটবাবু। আল্লা, আল্লা! কি হুদ্দিন, কি হুদ্দিন!

কাদের চলে গেল

ছোটলাল। আমি জানতাম মধু। আমি জানতাম, দাদার জন্ত এ কাণ্ড



## ভিটে মাটি

হবে। যারা কোনমতে বুক বেঁধে ছিল, তারা ভয় পেয়ে পালাতে আরম্ভ করবে। দাঁদার হাতে পারে ধরতে শুধু বাকী রেখেছি।

মধু। আপনি যে আছেন তাতে লোকে অনেকটা ভয়সা পাবে। আপনার জ্ঞান কামের যাওয়া বন্ধ করল।

ছোটলাল। আমি একা কি করব? এ তো একজনের কাজ নয়। সকলে মিলে একসঙ্গে চেষ্টা না করলে কিছুই করা যাবে না। এইসব সরল অশিক্ষিত লোক হৃদ্বিনে কর্তব্যের নির্দেশ পাবার জ্ঞান যাদের মুখ চেয়ে থাকে, এ দেশের যারা শিক্ষিত ভদ্রলোক, তাদের ভেতরটা পচে গেছে মধু। পুরুষাত্মকমে এদেশে তারা জন্মে আসছে, অথচ দেশের সঙ্গে তাদের কোন যোগ নেই

## দ্বিতীয় দৃশ্য

ছোটলালের বাড়ীর সময়ের ধর। পুরোনো পাকা  
একতালি বাড়ী, প্রাচীনস্বেদ ছাপ জানালা দরজা  
দেয়াল সর্বত্রই চোখে পড়ে। দেয়ালে কয়েকখানা  
বিবর্ণ তৈল চিত্র। ঘর খানা বড়। একদিকে জোড়া  
দেওয়া তিনটি বড় বড় তক্তাপোষ মস্ত ফরাসপাতা,  
অপরদিকে একটি সাধারণ কাঠের টেবিল এবং তিনটে  
কাঠের ভাবি চেয়ার।

এখন অপরায়। পশ্চিমের জানালা দিয়ে হেলানো  
রোদ এসে পড়েছে ফরাসে। পরিশ্রান্ত ছোটলাল  
একটা মোটা তাকিয়ায় হেলান দিয়ে আছে, ফরাসের  
একধারে বসে রামঠাকুর হাঁকো টানছেন।

রামঠাকুর। চুরুট বল, সিগারেট বল, তামাকের কাছে কিছু নয়। শ্রান্তি  
দূর করতে তামাক অধিতীর। এই যে সারাটা দিন হুজনের ছুটোছুটি  
গেল এ গাঁ থেকে ও গাঁয়ে এ হাট থেকে ও হাটে, হুজনেই  
আমরা শ্রান্ত হয়ে পড়েছি, কি বল বাবা?

ছোটলাল। সে আর বলতে হবে কেন?

রামঠাকুর। তুমি আধ শোরা হয়ে বিশ্রাম করছ, আমি বসে বসে তামাক  
টানছি। পাঁচমিনিট তামাক টেনে আমি টাঙ্গা হয়ে উঠলাম, তুমি  
এখনো বিনুচ্ছে। তামাক ধরো বাবা, তামাক ধরো। এমন

## ভিটে মাটি

জিনিস নেই।

সুবর্ণ ও সুভদ্রা ঘরে এল বাড়ীর ভেতর থেকে।  
ছতনে তারা প্রায় সমবয়সী। সুবর্ণ একটু রোগা,  
তার বৃকে কাঁথা জড়ানো শিশু। সুভদ্রার স্বাস্থ্য  
চমৎকাব, মেহের গড়ন অসাধারণ। তার মুখেও  
শান্তির ভাব সুস্পষ্ট।

সুবর্ণ। বারটা বেজেছে তোমার ?

সুভদ্রা। সত্যি দাদা, কোন ভোরে বেরিয়েছ, বাড়ী ফিরে এলে বেলা  
চারটের। সারাদিন নাওয়া নেই খাওয়া নেই ঘুরে বেড়াচ্ছ,  
আবার রাতও জাগবে। কি আরম্ভ করে দিয়েছ বলত ?

ছোটলাল। নাওয়া নেই খাওয়া নেই তোকে কে বলল ? রতনপুরের  
বড় দাঁঘিতে নেয়ে দই চিড়ে দিয়ে ফলার করেছি ঠাকুরমশায়ের  
সঙ্গে। সুবর্ণ যে অতগুলো কাঁচাগোল্লা দিয়েছিল সঙ্গে, তাও খেয়ে  
শেষ করেছি।

সুবর্ণ। সুভদ্রা বহুক্ষণ ফিরেছে। প্রায় দশ মিনিট হবে। কি তারও  
হু'এক মিনিট বেশী। ঘড়ি তোমাদের ভাইবোনের সমান কদমেই  
চলছে। এসে চা খেয়েছে, এইবার নেয়ে ভাত খাবে। সন্ধ্যার  
আগে নাওয়া খাওয়া চুকিয়ে ফেলতে পারবে মনে হয়। অবশ্য  
এর মধ্যে যদি আবার বেরিয়ে না যেতে হয়।

সুভদ্রা। আমি আর বেরোব না। তুমিও কিন্তু আজ আর বেরোতে  
পাবে না দাদা।

ছোটলাল। না। যদি বাই তো গাঁয়ের মধ্যেই থাকব, গাঁয়ের বাইরে

যাব না। মেয়েদেব ভাব কি রকম বুঝলি স্তম্ভরা ?

স্তম্ভরা। মেয়েদের মিজস্ব কোন ভাব নেই দাদা। পুরুষদের মনে সে প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, মেয়েদের মনে সাড়া জাগছে অবিকল সেই বকম। পুরুষদেব ভাবনা মেয়েদেব জন্ত, মেয়েদেব ভাবনা পুরুষদেব জন্ত—ছেলেমেয়েরা এমন ফ্যক্টব। এক বিষয়ে মেয়েদের খুব শক্ত দেখলাম। মেয়েদেব ওপব অত্যাচার হবে ভেবে পুরুষদেব আতঙ্ক হয়েছে, মেয়েবা বিশেষ ভাব পাষ নি। কথাবার্তা শুনে যা বুঝলাম, অধিকাংশ মেয়ের বিশ্বাস, নেহাৎ হাবাগোবা মেয়ে না হলে অত্যাচার কবার ক্ষমতা কাবো হয় না। মেয়েদেব নাকি দাঁত আছে, নখ আছে। মেয়েবা নাকি শিং মাছেব মত ধরতে গেলে পিছলে পালাতে পাবে। ডোবাব পুকুরে গলা পধ্যস্ত ডুবিয়ে, বালিতে গর্ত খুঁড়ে, আব ঝোপ জঙ্গলেব আড়ানে মেয়েবা নাকি এমন করে লুকোতে পাবে যে পাশ দিবে হাজাব হাজাব লোক চলে গেলেও তাদেব একজনও টেব পায় না। পুরুষেব বেশ ধরে ধুলোবালি মেখে, পাগলো সেজে, গাছেব পাতাব বস গাগিয়ে হাতে মুখে ঘা করেও নাকি মেয়েবা আত্মরক্ষা করতে পারে। এত কবেও যদি নিজেকে ধাঁচানো না যায়, মরে যাওয়াটা আর এমন কি কাছে !—ছেলেখেলাব ব্যপার। ছুটি ছেলেমানুষ বোঁ বিষ দেখলে সিন্দুব কোটার ভবে সব সময় আঁচলে বেঁধে বাঁধে। আর একজন একটা দেশী সুর জাকড়ায় জড়িয়ে কোমরে গুঁজে রেখেছে।

ছোটলাল। তোর নিজের মন থেকে বলতো স্তম্ভা। মরাটা কি তোর কাছেও ছেলেখেলার মত তুচ্ছ ?

## ভিটে মাটি

সুভদ্রা। সর্বদা নয়, কিন্তু তেমন অবস্থায় তুচ্ছ বৈকি। ধরো নশ পনেরটা গুণ্ডা আমার জবলে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, তখন আর কিছু না পাই নিজের দাঁত দিয়ে কামড়ে কামড়ে হাতের আঁটারিটা কেটে ফেলবার চেষ্টা করব বৈকি।

সুবর্ণ। মাগো মা, কি কথাবার্তা তোমাদের ভাইবোনের! শুনলে গান্ধে কাঁটা দেয়।

ছোটলাল। গান্ধে কাঁটা দিলে আর চলবে না, লক্কা বাটা লাগার মত গা আলা করতে হবে। পেলো তোমাকে পেলোও ওরা ছেড়ে কথা কইবেনা।

সুভদ্রা। তুমি যে রকম সুন্দরী, তোমাকেই বরং আগে ধরবে বৌদি। তবে তোমার ভাগ্যে হয়তো গুপ্তরঙলা জুটতে পারে। আমার টানাটানি করবে বাজে লোকে।

সুবর্ণ। আঃ কি যে কর তোমরা! আমার সামনে এসব বিভৎস আলোচনা করো না।

ছোটলাল। চোখ কান বুজে থাকলে আর চলবে না সুবর্ণ। কি হচ্ছে আর কি হবে জেনে বুকে নিজেকে বঁচবার উপায় আগে থেকে ভেবে ঠিক করে রাখতে হবে। পাগলা কুকুর কামড়াবেই, গাছে চড়াটা শিখে রাখা দরকার।

সুবর্ণ। কেন, লাঠি।

ছোটলাল। লাঠি কই? খালি হাতে চাপড় মারলে আরও হস্তে হস্তে বেশী কামড়াবে। হর তাড়াতে হবে দূর দূর করে, নয় মারতে হবে গলা টিপে। সেতো আর হৃদয়টা গলা বা হৃদয় জোড়া হাতের

## ভিটে মাটি

কাজ নয়। সে সময়ও হয়নি এখন। মিলেমিশে গলা সাধতে হবে, হাতে জোর করতে হবে প্রথমে।

সুবর্ণ। সে কত কাল ?

ছোটলাল। ষত কাল নয়কার হয়। পাঁচ বছর, দশ বছর, বিশ বছর। অবিলম্বে আমাদের কাজ হল বৈধা ধবে শাস্ত থেকে সামান্যক বিপন্ন থেকে নিজেদের বাঁচানো। কিছুদিন নয়কার হলে তাই গাছে চড়তে হবে। পাগলা কুকুবকে কামড়াবার সুযোগ দিয়ে তো লাভ নেই। কি বিভৎস কাণ্ড হচ্ছে চাবিদিকে জানো না তো।

সুভদ্রা। জানে না! বোদি সব জানে দাদা, সব বোঝে। ওর কথা শুনো না। কিছু বে জানতে চায় না বুঝতে চায় না বলে সব ওর চ। সেই বে চটি বইটা এনে দিয়েছিলে আমার পড়তে, কাল সন্ধ্যে বেলা লুঁকিয়ে উনি সেটা পড়'ছিলেন। আমি হঠাৎ গিয়ে দেখি, দাঁত দিয়ে ঠোট কামড়ে ধরেছে, মুখ লাল, চোখ দিয়ে বেন আগুন ঠিকরে বের'ছে। বাচ্চাটা কাঁদছিল, খেয়ালও নেই। আমি যে তুলে আনলাম বাচ্চাকে, তাও টের পার নি। একটু পরে আবার গিয়ে দেখি বইটা পড়ে আছে কোলেব ওপর, দুই চোখ দিয়ে জল পড়ছে।

সুবর্ণ। ঘুমিয়েছে এতক্ষণে। শুইয়ে দিতে গেলাম। ভাতটাত যদি দর্য করে খান আপনারা, একটু ভাড়াভাড়ি আসবেন কি ভেতরে? আর যদি বক্তৃতার পেট ভরে গিয়ে থাকে তবে অবিশিষ্ট—

( বলতে বলতে সুবর্ণ ভেতরে চলে গেল )।

সুভদ্রা। আমিও বাই পা বুয়ে ফেলি। তুমি আসবে না দাদা? ঠাকুর-মশায় ছুটি ভাত খাবেন তো? কেউ জানবেনা অত্রাঙ্কণের রান্না

## ভিটে মাটি

খেয়েছেন।

রামঠাকুর। হুপুরে পেট ভরে খেয়েছি মা, অবেলায় আর খাব না। রাতে খাইও। তুমিও এখন আর ভাত না খেলে বাবা।

ছোটলাল। খিদে থাকলে তো খাব। ওরা বোধ হয় আসছে সবাই নকুড়কে নিয়ে।

সুভদ্রা। নকুড়কে কেন?

ছোটলাল। বড় গোলমাল আরম্ভ করেছে লোকটা। অনেক চাল আর কেরাসিন ছিল, সব লুকিয়ে ফেলেছে। বিক্রি করেছে চূপি চূপি, দশ গুণ দামে। এমন চালাক, বলছে যে হানা দিতে এসে ওর সব মাল নিয়ে চলে গেছে। সেটা অসম্ভব নয়, গাড়ী বোঝাই দিয়ে মাল পত্তর অন্তর্গত গাঁ থেকে লুটে নিয়েছে শুনাছি, কিন্তু এ গাঁ থেকে কিছু নেয় নি জানা কথা। নকুড় ওই ছুতো খাটাচ্ছে।

সুভদ্রা। ব্যাটাকে পিটিয়ে দিও আচ্ছা করে।

ছোটলাল। পেটালে কি কাজ হয়। বরং গাঁয়ের লোক সবাই মিলে না ছিড়ে ফেলে, তাই সামলাতে হচ্ছে। বুঝিয়ে দেখতে হবে।

সুভদ্রা। বুঝবে কি? ও সব লোক বড় অবুঝ।

মধু, মাখন, আর্জুজ, কাদের ও অন্যান্য গ্রামবাসীর সঙ্গে নকুড়ের ঐক্যবোধ। নকুড়ের মুখখানা গোলগাল তেলতেলা, বোকা ভাল নান্নমের মত চেহারা।

নকুড়। প্রাতঃ প্রণাম ঠাকুরমশায়। অবেলায় হঠাৎ আমাকে স্মরণ করলেন কেন ছোটবাবু?

ছোটলাল। বলছি। বোলো।

## তিটে মাটি

( অনেক তুফাতে ফরাসের একপাক্ষে নকুড় সন্তর্পনে  
উপবেশন করলে )

তোমার কাছে আমার একটা বিশেষ অনুরোধ আছে নকুড় ।

নকুড় । অনুরোধ ছোটবাবু ? আপনি হুকুম করবেন ।

ছোটলাল । তোমার লুকোনো চাল আর কেবাসিন বার কবে ফেলতে হবে  
নকুড় । গাঁয়েব লোক লঠন জালাতে পাবে নি । প্রদীপ জ্বলে কোন  
মতে চালিয়ে দিয়েছে । যা বাতাস ছিল কাল, প্রদীপ নিয়ে এ ঘর  
থেকে ও ঘরে যাওয়া যেতে পারে নি । আমার একটা লঠন জ্বলেছিল,  
তাও দশটা বাজতে না বাজতে নিভে গেল ।

নকুড় । লুকোনো কেবাসিন কোথায় পাব ছোটবাবু ! এক টিন জু'টিন  
যা আনতাম সদর থেকে, তাই কিছু কিছু বেচেছি । চালান বন্ধ, সব  
বন্ধ, মাল পাব কোথা । আপনি যদি বলেন এক বোতল নর পাঠিয়ে  
দেব আপনাকে, নিজের জন্ত রেখেছিলাম ।

ছোটলাল । কেবল আমাকে দিলে তো! চলবে না নকুড় । কেবাসিন  
তোমার ঢের আছে আমি জানি । পাঁচ সাতটা গাঁয়েব লোকের  
তিনচার মাগ চলে এত কেবাসিন তুমি লুকিয়ে রেখেছো ।

নকুড় । কে যে আমার নামে এসব কথা রটাচ্ছে জানি না, ভগবান তার  
ভাল করুন । তর তর করে তদ্বাস করে তো এক ফোটা কেবাসিন  
পেলেন না ।

ছোটলাল । খুঁজে পাই নি বলেই তো তোমার আমি ডাকিয়েছি । আমি  
জানি, কেবাসিন তোমার আছে, কোথায় আছে তাই শুধু জানি না ।  
টাকাতো অনেক করেছ তাই, এই দুর্দিনে লোকের কষ্ট বাড়িয়ে



## ভিটে মাটি

আর টাকা নাইবা করলে ? কত টাকাই বা হবে ! ভরে লোকে, এমনিতেই গাঁ ছেড়ে পালাচ্ছে, কত বে হুঁশা ভোগ করছে তার হিসাব নেই। তার ওপর তুমি যদি লোকের অহুবিধে বাড়িয়ে দাও, গাঁয়ে বাস করা অসম্ভব করে তোলো, আরও বহু লোকে পালাবে। অনেকে বাই বাই করেও ঘরবাড়ীর মায়া কাটাতে পারছে না, একটা বাস্তব উপলক্ষ্য পেলেই তাদের মন ষাওয়ার দিকে ঝুঁকবে। তুমি সেই উপলক্ষ্য যুগিয়ে না নকুড়।

নকুড়। আপনি আমার মিহামিছি হুয়েছেন ছোটবাবু। কেরোসিন লুকিয়ে রেখেছি বলছেন, একটা লুকোনো টিন বাব করে আমার ধরে এনে জুতো মাকন, জেলে মিন, কথাটি কহব না।

ছোটলাল। বারা শুনতে চার, তাদের এসব কথা শুনিয়ো খুড়ো। অপরাধ প্রমাণ করে শাস্তি দেবার জন্য তোমার আমরা ডাকি নি। দশ জনের মঙ্গলের জন্য দশ জনের হয়ে আমি তোমার অহুরোধ জানাচ্ছি। দান করলে লোকের পুস্ত হয়। তোমাকে দান করতে হবে না ! লুকোনো মাল তুমি উচিত নামে ছেড়ে দাও, দানের চেয়ে তোমার বেশী পুস্ত হবে।

নকুড়। লুকোনো মাল ! লুকোনো মাল ! বার বার এই এক কথাই বলছেন। কোথায় আমার লুকোনো মাল ? কি মাল ? কার কাছে মাল কিনেছি ? চালের বস্তা আর কেরোসিনের টিন কি আকাশ থেকে আমার উঠানে পড়েছে, না মাটি ভেদ করে উঠেছে ? আমার কি হাজার বস্তা চাল আর হাজার টিন কেরোসিনের ব্যবসা বে অত চাল আর তেল লুকিয়ে কেলতে পারব ? আমি চিরদিন ছুটকো ব্যাপারী—

## ভিটে মাটি

হুঁচর বস্তা চাল আনি, হুঁচর টিন তেল কিনি, তাই খুস্মা বিক্রী করি। যে পরিমাণ চাল আর তেলের কথা বলছেন, কিনবার মত টাকাই আমার নেই।

ছোটলাল। তুমি কি একদিনে কিনেছ খুঁড়া, অনেকদিন থেকে সঞ্চয় কবেছ। বড় বড় চালান এনেছ, সিকি ভাগও বাজারে ছাড় নি। তোমার ধৈর্য আর অব্যবসায়ের প্রশংসা করি খুঁড়া, কিন্তু মনুষ্য একটু মেধাও? তোমার তো ক্ষতি কিছু নেই। লাভ তোমার থাকবেই। অতিরিক্ত শোভটা শুধু তোমায় ত্যাগ করতে বলছি। নকুড়। বলছেন তো অনেক কথাই ছোটবাবু—আমি অমায়ুষ, মিথ্যাবাদী, মহাপাপী, লোভী, বলতে আর ছাড়লেন কই! লাভের কথা বলছেন, এ বাজারে চাল ডাল তেল হুন বেচে কি লাভ করার উপায় আছে ছোটবাবু? লোকসান দিয়ে শুধু কোন মতে টিকে থাকা।

ছোটলাল। ও, তোমার লোকসান যাচ্ছে! কোন মতে টিকে আছ!

স্বামঠাকুর। নহুড় আমাদের ডুব গেল ছোটলাল। টাকায় সব জিনিষে হুঁচকা লাভ হচ্ছে না, একটাকা, দেড়টাকা, পৌনেহুঁচকায় মধ্যে লাভটা থেকে যাচ্ছে। ক'মান আগে কান্বেবের কাছে তিন টাকা মণ চাল কিনেছিল—ঠিক কেনে নি, বাগরে নিঃস্রবিল, আমার চোখের সামনে সেই চাল সাতগুণ দরে বিক্রিয়ে দিবেছে।

নকুড়। ঠাকুরমশায়ের তামাসার আর শেষ নেই।

স্বামঠাকুর। আমাব তামাসা নয় নকুড়। তোমার তামাসার প্রতিধ্বনি। দশটা গাঁয়ের লোকের সঙ্গে তুমি যে তামাসা জুড়েছ তাই ভাবিয়ে হুঁচকো কথা বলেছি আমি। তামাসার কি অন্ত আছে তোমার।

## ভিটে মাটি

বাইরের দোকানের পিছন দিকের ঘরটাও দোকান করেছ, হ' দোকানে বিক্রী করছ সামান্য যা কিছু বিক্রী না করলে চলবে না ভেবেছ, তাই। কাউকে বেচছ বাইরের দোকানে, কাউকে বেচছ ভেতরে—একজনের বেশী দোকানে যেতে পারছে না। দাম নিচ্ছ যত খুসী—সাক্ষী থাকছে না কেউ। একে বলছ শুধু তোমায় দিলাম—ওকে বলেছ তোমায় দিলাম।

ছোটলাল। কিন্তু সাক্ষী ওরা সবাই দিচ্ছে খুড়ো। এতো আদালতের সাক্ষী দেওয়া নয়, সবাই বলছে তোমার কাণ্ডের কথা। তুমি লোকসান দিয়ে আড়ত চালাচ্ছ তাও জানতাম না খুড়ো। এবার থেকে তোমাকে যাতে আর লোকসান দিতে না হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে আমাদের।

নকুড়। (মুছ হেসে) আপনি কি ব্যবস্থা করবেন। এর কোন ব্যবস্থা হয় না। যে বাজার, কেনা দামে জিনিষ বেচলে লোকে নেয় না। কিছু কম দামেই সব ছাড়তে হয়।

ছোটলাল। সে আমরা ঠিক করে দেব। জিনিষ কিনতে চেয়ে কেউ আর তোমায় জ্বালাতন করবে না; তোমাকেও আর লোকসান দিতে হবে না।

নকুড়। (সচেতন ও সন্দিগ্ধ হয়ে) কথাটা ঠিক বুঝলাম না ছোটবাবু।

ছোটলাল। কথা খুব সোজা খুড়ো। এ গাঁয়ের বা আশেপাশের কোন গাঁয়ের কেউ আর তোমার কাছে জিনিষ কিনে তোমার ক্ষতি করবে না। এক পরসার জিনিষ কিনতেও কেউ যাতে তোমার কাছে না যায় সে ব্যবস্থা করব আমরা।

নকুড়। আমার বয়স্কট কবাবেন ?

ছোটলাল। তোমার ক্ষতি বন্ধ করব। তোমার ভাগই হবে। মাল টাল যদি তোমার লুকোনো থাকত তাহলে অবশ্য তোমার অসুবিধে ছিল। তা যখন নেই, তোনার আর ভাবনা কি ! তোমার অজ্ঞান্বে তোমার দোকানের লোক যদি কিছু মাল লুকিয়ে বেখে থাকে আশে পাশে বেচতে না পেরে হয়তো অন্য কোথাও সর্বদে ফেলতে চেষ্টা কববে। সে ক্ষেত্রে একটু কড়া পাহারাব ব্যবস্থাও আমবা কবে দেব। তোমার কাছে যেমন দু'এক বছরের মধ্যেও কেউ, কিছু কিনতে যাবে না, পাহারাবও তেমন দু'এক বছরের মধ্যে শিখিল কবা হবে না।

নকুড়। এ তো শক্ততা ছোটবাবু।

ছোটলাল। চালবাজী কথা ছেড়ে তুমি যদি সোখা ভাবার কথা কও খুড়ো, তা হলে আমিও স্বাক্ষর কবব, এ শক্ততা। তুমি দেশের লোকেব শক্ত, তোমাব সঙ্গে শক্ততাই কবব। কিন্তু একথাও মনে রেখো খুড়ো, শক্ততা করতে আমরা চাই না। আমাদের শক্ত কবা না কবা তোমাবি হাতে। লুকোনো মালগুলি ছেড়ে দাও অজ্ঞান দামে কিছু বিক্রি করো না।

নকুড়। আমার মাল নেই। যা বিক্রি কবি, উচিত দামেই কবি।

ছোটলাল। তুমি নিজের সর্বনাশ ডেকে আনছো খুড়ো। কেবল আমবা নই, আরও শক্ত তুমি সৃষ্টি করছ চারদিকে। তাদের শক্ততা যে কি ভয়ঙ্কর হবে উঠতে পারে, তোমার সে ধারণা নেই। আমরা তোমাব ক্ষতি কিছুই করব না, শুধু তোমার অন্তর লাভের

## ভিটে মাটি

চেঁটার বাধা দেব। অন্য শত্রুরা তোমার অন্ত সহজে ছাড়বে না খুঁড়ো। লোকে এমনতেই মরিয়া হয়ে উঠেছে, তার ওপর তুমি যদি এ ভাবে চালডাল তেলছন আটকে রেখে, বেশী দামে বিক্রি করে, তাদের জীবন দুর্ব্বল করে তোলো, একদিন ক্ষেপে গিয়ে চোখে তারা অন্ধকার দেখবে। সেদিন তোমার গোলা লুট করবে, তোমার ঘরে আগুণ ধরিয়ে দেবে, তোমায় টুকরো টুকরো করে কেটে মাটিতে পুঁতে ফেলবে।

নকুড়। আপনার হয় তো তাই ইচ্ছা। সেই চেঁটাই করেছেন আপনি।

ছোটলাল। তাহলে আর তোমায় ডেকে এনে এসব কথা তবে বলব কেন খুঁড়ো? আমার ইচ্ছা, আমার চেঁটার কথা এ নয়। এ হচ্ছে মানুষের মরিয়া হয়ে, হন্তে হয়ে ওঠার কথা। তুমি তাদের মরিয়া করে, হন্তে করে তুলছো। হাটবাজার, কারবার একরকম বন্ধ তা জানি, মাল চালান একরকম বন্ধ কবে দিয়েছে তাও জানি, কিন্তু যা আছে তা কেন লুকিয়ে রাখছ? আমাদের পাহাবা বসার ঠিক আগে ক'রাত তোমাব অনেক গাড়া গাঁয়ে এসেছিল, আমরা জানি। কি এসেছিল তাই জানি না। তুমি ভেবে দ্যাখো, বেশী লাভের আশায় খাত্ত আটকে রাখবে, দরকারী জিনিষ আটকে রাখবে, লোকে উপোস করে অসুবিধা ভোগ করে তা নিয়ে যাবে, তা কি হয় খুঁড়ো?

নকুড়। মাল আমার নেই। কিন্তু মাল যদি থাকত, নিজের মাল নিয়ে যা ধুলী করার অধিকার আমার থাকত না ছোটবাবু? স্থায়ী অধিকার, আইনের অধিকার? আমার পরশা দিয়ে কেনা জিনিষ

## ভিটে মাটি

খুলী হলে বেচব, খুলী না হলে বেচব না। বত খুলী দাব চাইব।

কিনবার জন্ত কারো পারে ধরে তো সাধি নি আমি।

ছোটলাগ। সেখেছ বই কি খুড়ো। এখনো সাধছ। নইলে কেউ তোমার কাছে কিছু কিনতে যাবে না শুনে টনক নড়ে গেল কেন?

নকুড়। টনক আমার অত সহজে নড়ে না ছোটবাবু। আমি বলছি হান্ন-অন্নাং, উচিত অহুচিতির কথা। আমি কারো ধার ধারি না, কারো চুরি করিনি। আমার পেছনে লাগবেন না ছোটবাবু।

মধু। আর সয় না ছোটবাবু। দে'মশায়ের সঙ্গে কথা করে আপনি পেরে উঠবেন না। হান্ন-অন্নাং উচিত অহুচিতির কথা নিয়ে মূখে অত থৈ ফুটিও না খুড়ো। নিজের পাতে ঝোল টানা সবাই উচিত মনে কবে। তোমার নিজের মাল নিয়ে যা খুলী করার অধিকারের কথা বলছ, সবাই সব বিষয়ে অম্মি অধিকার খাটালে তোমার অসহ্যতা কি দাঁড়াবে ভেবে দেখেছ? এক বিষয়েই বলি। টাকা জমিয়েছো এককাঁড়ি, একটা পুকুরও কাটাও নি বাড়ীতে। অন্তেব পুকুরেব জল খাও। যার পুকুর সে যদি আজ তোমার বলে, আমার পুকুরের জল নিও না? যদি বলে এক কলসা জলের দান দশটাকা, খুলী হলে নিও, খুলী না হলে নিও না, নেওয়ার জন্ত তোমার পারে ধবে সাধিনি? তখন তুমি কি করবে তিন খুড়ো?

নকুড়। তোর কাছে বসে আবেল তাবোল কথা শুনব।

মধু। দে'মশার আগে তোমাকে একদিন বারণ কবেছি। আমার তুই বলা তোমার সাজে না।

নকুড়। তাই নাকি মধুবাবু? আপনাকে সম্মান করে কথা কইতে

## ভিটে মাটি

হবে? অপরাধ নেবেন না মধুবাবু। আপনি এমন মামী লোক জানতাম না বলে অমর্যাদা করে ফেলছি। (উঠে দাঁড়িয়ে) আমাকে উঠতে হল ছোটবাবু! ছ'দণ্ড বসে কথা কইবার সময় নেই। কাল ভোর ভোর নন্দপুর যাব। তার আবার হাঙ্গামা অনেক। শঙ্কুদাসের মেয়ের সঙ্গে কাল আমার বিয়ে ছোটবাবু।

ছোটলাল। তাই নাকি। নন্দপুর যেতে না যেতে এত তাড়াতাড়ি কেন? নকুড়। চুকিয়ে ফেলাই ভাল। যে দিনকাল পড়েছে। আপনাকে নেমন্তর করার স্পর্ধা নেই ছোটবাবু। বাবুলালবাবু স্নেহ করতেন, বাড়ীতে কাজকর্ম হলে গিয়ে পায়ের ধুলো দিয়ে আসতেন। সেই ভরসাতেই আপনাকে বলা।

ছোটলাল। তোমার বিয়েতে আমি যেতে পারব না নকুড়। ওরকম ভণ্ডামি করা আমার পোষাবে না।

নকুড়। আমাব অন্তঃ। তা, মধুবাবু, আপনাকেও নেমন্তর করে যাই। দয়া করে যদি যান। ঠাকুরমশায়কে তো বলাই বাহুল্য। উনি পুরোহিত হয়ে সঙ্গেই যাবেন।

রামঠাকুর। পুরুতর্গরি আমি ছেড়ে দিবেছি নকুড়।

নকুড়। আপনিও যাবেন না ঠাকুরমশায়? আগে যে বলে রেখেছিলেন, আপনাকে পুরুত না করলে ব্রহ্মশাপ লাগবে!

রামঠাকুর। তোমার বিয়েতে মন্ত পড়লে ব্রহ্মশাপ আমাকেই লাগবে নকুড়। নকুড়। এ কি রকম কথা হল? আপনাকে পুরুত ঠিক কবে রেখেছি, এখন বলছেন যাবেন না!

রামঠাকুর। যেতে পারব না বাপু। পুরুতর্গরি করা রক্তমাংসে মিশে

## ভিটে মাটি

আছে, কাজে কৰ্মে ডাক দিলে দেহেমনে ফুটি লেগে যায়।  
তোমার বিষয়ে পুৰুষগিৰি কবার ডাক শুনে মনটা কেমন দনে  
গেছে, গাটা ঘিনঘিন করছে।

নকুড়। পুৰুষ অনেক পাব।

নকুড় চলে গেল

ছোটলাল। ব্যাপারটা একটু খাপছাড়া লাগছে। অজানা অচেনা  
বাবগাব গিয়ে এত তাড়াতাড়ি শব্দ মেয়েৰ বিষয়ে দিচ্ছে কেন ?

রামঠাকুর। নকুড়ের মুঠোর মধ্যে গিয়ে পাড়ছে, ওব কি আব নড়েব বুদ্ধিও  
কিছু করার ক্ষমতা আছে। যা করাচ্ছে নকুড়।

ছোটলাল। কেমন যেন অদ্ভুত মনে হয় লোকটাকে। একদিকে যেমন  
ভীক, অন্যদিকে আবাব তেমনি একগুঁথে। আমাব কি মনে হয়  
জানেন ঠাকুবমশায় ? টাবাব চে'দ দশটা গাঁয়ের লোককে জন্ম  
কবার লোভটাই ওব বেশী। সেই উদ্দেশ্যে মাল লুকিয়ে বেখেছে।  
ভেবেছিলাম, বুঝিয়ে বললে বুঝবে। কিন্তু ওব মতিগতিই অত্যন্ত কম।  
মাল ও সহজে ছাড়বে না।

রামঠাকুর। তাই মনে হল। ও ভাল করেই জানে আপান চেঁটা কবলে  
ওব দোকানদারি বন্ধ কবে দিতে পারেন, মাল যেখানে জমিয়ে  
রেখেছে সেইখানেই সব পচাতে পাবেন। শুনে ভবকেও গিয়েছিল,  
কিন্তু নবম কিছুতে হল না। এসব লোক একেবারে ভাজে,  
মচকায় না।

ছোটলাল। হয়তে' অন্য কথা ভাবছে। দেখা যাক। একটা ব্যবস্থা  
করতেই হবে। ভেবেচিন্তে সবাই পরামর্শ করে ঠিক করা যাবে।



## ভিটে মাটি

মাল না সরিয়ে ফেলে সে ব্যবস্থাটা আজ থেকে হওয়া চাই। কাদের, রত্নলক্ষ্মীকে কাল সকালে আসতে বোলো তো, মাইতি মশায়ের বাড়ী।

কাদের। বলব।

ছোটলাল। তোমরাও সবাই এসো। আর এক কথা—বিশেষ দরকারী কথা। নকুড়ের ওপর কোনরকম মারখোর গালাগালি কেউ করবে না। সবাই মনে রেখো ভাই, ওরা যেন হানা দিয়ে অত্যাচার করার কোন অজুহাত না পায়, এটা আমাদের বেখা চাই—যত রাগ হোক, যত গা জ্বালা করুক। যেকোনো মাথায় কেউ কিছু করব না আমরা।

( ছোটলাল, রামঠাকুর, আর মধু ছাড়া সবাই কলরব করতে করতে চলে যায় )।

ছোটলাল। আমি ভেতর থেকে আসছি।

ছোটলাল ভেতরে যায়

মধু। যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। উঠতে বসতে স্বস্তি ছিল না।

রামঠাকুর। বেশ স্বস্তি বোধ হচ্ছে না কি তোমার ?

মধু। গাঁ ছেড়ে সবাইকে ফেলে পালাবার কতবড় লোভটা ছিল, বামুন পণ্ডিত মাহুষ আগনি, আপনি কি বুঝবেন। চকিণ ষট। নিজের মনের সঙ্গে লড়াই করেছি ঠাকুরমশায়। খালি মনে হয়েছে, গেলেই তো হয় নন্দপুর। কার জন্ত, কিসের জন্ত এখানে পড়ে আছি ! এবার থেকে নির্ভাবনা হলো না।

রামঠাকুর। মালিকহীন বৌচকা পড়ে থাকতে দেখলে চোরেরও ওই রকম

## ভিটে মাটি

বজ্রপাই হর মধু। মালিক বৌচকা নখল কবলে চোর যেন বাঁচে।  
মধু। বা বলেছেন ঠাকুরমশায়।

(খাবারের থালা হাতে ছোটলাল এল)

ছোটলাল। তোমার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম মধু। শিক্ষিত লোকের  
মন তো! স্নাতকে খেতে দেখে হঠাৎ মনে পড়ল, তুমিও তো  
সারাদিন ঘুরেহ, তোমারও খাওয়া হয় নি। (গলা চড়িয়ে) জল  
দিয়ে যেও বাইরে একগ্লাস।

(জল নিয়ে সুবর্ণেব প্রবেশ)

রামঠাকুর। কেমন লাগছে মধু? ছোটলাল খাবারের থালা বয়ে এনে  
দিল, বোমা ভগ্নের গেলাস এনে দিচ্ছেন? ছোটলোক চাষা তুমি,  
চিরকাল উঠানের কোণে পাতা পেতে উবু হয়ে বসেছ, বামুন  
এসে খাবার ছুঁড়ে দিয়েছে পাতে! দোখস বাবা, লুচি যেন গলার  
না ঠেকে, জল খেতে যেন বিষম না লাগে। তোর আবার মন  
ভাল নয় আজ। আমি আজ উঠি ছোটলাল। সন্ধ্যাবেলা আবার  
দামোদরের ব্যাগার ঠেলা আছে।

ছোটলাল। হ্যাঁ, আসুন। বেলা আর বেশী নেই। আপনার ছেলেকে  
বলবেন আজ রাতে তাকে পাহারা দিতে হবে না। সে যেন ভাল  
করে ঘুমিয়ে নেয়। আজ আরও তিনজন নাম দিয়েছে। আজিও  
বলেছে কাল থেকে পাহারা দেবে। ওর বোয়ের অস্থখ কমেছে।

সুবর্ণ। দু'টো ব্যাচে পাহারা দেবার ব্যবস্থা তুলে দিলে?

ছোটলাল। না, দুটো ব্যাচেই পাহারা দেবে। ওই ব্যবস্থাই ভাল, কারো  
সারারাত জাগতে হয় না। মোট এখন চব্বিশজন হয়েছে, এক

## ভিটে মাটি

রাতে বারজন করে পাহারা দেবে। ন'টা থেকে ছ'টো পর্যন্ত ছ'জন, ছ'টো থেকে ভোর পর্যন্ত ছ'জন। ছ'জন করে পাহারা দিলেই চলবে, তার বেশী দরকার নেই। বাকী সকলে রেডি হয়েই ঘুমাবে।

রামঠাকুর। মরার মত ঘুমোলেও শিঙের শব্দ শুনবে বাবা। যে আওয়াজ তোমার ঠাকুরদার ওই শিঙের! শুধু ওরা কেন, গাঁ শুদ্ধ লোক আতকে জেগে যাবে।

ছোটলাল। সবাই ও শিঙে বাজাতে পারে না। শুনেছি, ঠাকুরদা যখন আওয়াজ করতেন মনে হত শ'ধানেক বাঘ একসঙ্গে গর্জন করছে। মধু বেশ জোরে বাজাতে পারে। ওর আওয়াজ শুনলে বোঝা যায় আরও জোরে ফুঁ দিতে পারবে কি রকম আওয়াজ হত।

রামঠাকুর। কাজ নেই বাবা অত জোরে বাজিয়ে। তোমার পাহারাওয়ালারা যতটুকু জোরে বাজাতে পারবে তাতেই যথেষ্ট হবে। তোমার স্বর্গীয় ঠাকুরদার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শিঙেতে ফুঁ দেবার চেষ্টা যেন ওরা না করে বাবা, নারণ ধরে দিও। ওদের তাহলে সত্যি সত্যি শিঙে ফুঁ কতে হবে।

(রামঠাকুর যাবার জন্ত পা বাড়িয়েছে, আমিরুলদীন তার গায়ে প্রায় ধাক্কা দিয়ে প্রবেশ করল। পিছনে পিছনে এল কাদের)।

আমিরুলদীন। আল্লাহ কিরে ছোটবাবু, আপনি যদি এমন করে মোর পিছে লাগবে, তোমায় আমি জানে মেরে দেব।

কাদের। একটু সমলে কথা বল মিয়া। চোটপাট কর কেন?

ছোটলাল। কি হয়েছে আমিরুলদীন ?

আমিরুলদীন। কি হয়েছে জিগেস কবছো আপনি কোন মুখে ? আমার ছেলের পেছনে আপনি লেগেছো ক্যানো শুনি ? ছেলেকে নিয়ে আমি যেথাব থুগী যাব, আপনি বারণ করছ কেন ?

ছোটলাল। আমি সকলকেই গাঁ ছেড়ে পালাতে বারণ করছি আমিরুলদীন।

আমিরুলদীন। এ চলবে না ছোটবাবু। আপনি এমনি বিগড়ে দিয়েছ, ছেলে মোর কথা শোনে না। আজিজ নাকি রাতে গাঁয়ে পাহারা দেবে ? এসব কি মতলব আপনি দিয়েছো আজিজকে ? বাচ্চা বৌ হবে একলা পড়ে বইবে, আজিজকে দিয়ে আপনি রাতভোর পাহারা দেওয়ারাবে তোমার গাঁয়ে ?

ছোটলাল। গাঁ কি আমাব আমিরুলদীন। আজিজ কি আমার বাড়ী পাহারা দেবে ? আজিজ পাহারা দেবে তার নিজের ঘববাড়ী, নিজের বুড়ো বাপ আর বাচ্চা বৌকে। একা নয়, বারজন মিলে পাহারা দেবে, তাদের পেছনে থাকবে গাঁয়ের সব লোক। এতদিন সারাবাত নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে এক রাত শুধু কয়েক ঘণ্টা বাইরে এসে তোমার ছেলে পাহারা দেবে, সবার সাথে তোমরাও যাতে বাঁচো—ওর বুড়ো বাপ, ওর কচি বৌ। ওরা হানা দিতে এলে আগে থেকে জানা গেলে কতটা রেহাই হয় সে তো গতবার টের পেয়েছ ? গতবার তবু ভাল ব্যবস্থা ছিল না। এবার আরও আগে আমরা জানতে পারবো—মেয়েদের নিয়ে লুকোতে পারবো। এ ব্যবস্থা তোমার পছন্দ হয় না আমিরুলদীন ?

## ভিটে মাটি

আমিরুদ্দীন। আপনার ওসব মতলব আমি বুঝি না ছোটবাবু। এমনি করে আপনি আজিজকে গায়ে আটকে রাখতে চাও। খাতার নাম লেখলে, রাতে পাহারা দেওয়ালে, ছেলেমানুষ পেয়ে আপনি ওর দফা নিকেশ করছ। আজিজ পাহারা দেবে না ছোটবাবু। আমি ওকে পাহারা দিতে দেব না।

ছোটলাল। ছেলে তোমার আর ছেলেমানুষ নেই আমিরুদ্দীন। নিজের ভালমন্দ বুঝবার বয়স তার হয়েছে। এককাল নিজের মতলবে তাকে চালিয়েছ, এবার তাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে দাও? তুমি আর ক'দিন বাঁচবে! তখন কি হবে তোমার আজিজের? মতলব পাবে কার কাছে?

আমিরুদ্দীন। (সগর্বে) আরও বিশ বছর বাঁচব আমি। অনেক ঘোয়ান মরনের চেয়ে আজও গায়ে বেশী জোর আছে ছোটবাবু। লাঠির দ্বায়ে আজও দশটা মরদকে দায়ের করতে পারি।

ছোটলাল। মরনের মত কথা কও তবে। ছেলেকে মেরেলোকের মত আড়াল কবে না রেখে তাকেও মরদ হয়ে উঠতে দাও।

আমিরুদ্দীন। শোনেন ছোটবাবু। কাল আজিজকে সাথে নিয়ে ব্রহ্মপুত্র বাব। আজিজকে আপনি যদি মানা করবে, ওর মাথা বিগড়ে দেবে একথা সে কথা বলে, আপনাকে আমি দেখে নেব। খুন করে কাঁসি বাব।

কানের। সমঝে কথা বল মিয়া। চোট কর কেন?

ছোটলাল। নিজের ছেলেকে এত দরদ কর, অন্যের ছেলের জন্ত তোমার দরদ নেই কেন আমিরুদ্দীন? আমার খুন করেও ছেলেকে তুমি

## ভিটে মাটি

সামলাতে পারবে না। মবদ হবাব ঝাঁক তার চেপে গেছে।  
মরদের কি করা উচিত সে জেনে গেছে।

কাদেব। ধবে বেঁধে ছেনেকে ও হয় তো নিশে যেতে পারবে ছোটবাবু।  
আপনি বাধা দেবেন না।

ছোটলাল। আমি তো জবরদস্তি কাউকে আটকাই নি কাদেব।  
জবরদস্তি কজনকে আটকানো যায় ?

কাদেব। ঠিক কথা। কহুর মাপ কববেন ছোটবাবু, আমিও ভেবেচিন্তে  
দেখলাম গাঁয়ে তাব থাকা উচিত নয়। ওদের সাথে আমিও কাল  
চলে যাব। মন ঠিক কবে ফেলেছি, আমাকে আর থাকতে  
বলবেন না।

ছোটলাল। যা বসাব ছিঃ আগে অনেকবার তোমার বলেছি কাদেব।

কাদেব। তাই তো আপনাকে না জানিষে যেতে পারলাম না। নয় তো  
চুপে চুপে পালিয়ে যেতাম। আপনি সব ঠিক কথাই বলেছেন।  
পালিয়ে যাওয়া স্রেফ বোকামি হবে। কিন্তু সবাই যদি থাকে তবে  
না গাঁয়ে থাকা যায়। সবাই যদি পালায় ছাঁচারজন থেকে মুক্তিলে  
পড়ব।

ছোটলাল। ( চিন্তিতভাবে ) হঠাৎ তোমার মত বদলাবার কারণটা ঠিক  
বুঝতে পারছি না। সবাই তো পালাই নি কাদেব। ছাঁচার জন  
মোটে গেছে।

কাদেব। আরও যাচ্ছে। ক্রমে ক্রমে গাঁ খালি হয়ে যাবে। তখন হয় তো  
আর পালাবার কুরসৎ মিলবে না। তার চেয়ে সময় থাকতে  
পালানোই ভাল।

## ভিটে মাটি

ছোটলাল। তাই দেখছি।

কাদের। (অপরোধী মত) কসুর নেবেন না ছোটবাবু। যেতে মন  
চায় না। গিয়ে কি মুশ্কেল পড়বে ভাবলে ডর লাগে। কিন্তু উপায়  
কি বলেন? বাচা তো চাই।

ছোটলাল। কত চেষ্টায় সকলের ভয় অনেকটা বমানো গেছে। তোমরা  
গেলে আবার সন্দেহে ভয় বেড়ে যাবে। আবার সবাই দিশেহারা  
হয়ে উঠবে। তোমাদের বেন যে—

আমিরুদ্দীন। ওসব শুনে চাও না ছোটবাবু।

কাদের। আর কিছু বলবেন না ছোটবাবু।

ছোটলাল। না, তাব কিছু বলব না তোমাদের। রহুলপুরে তোমার  
কে আছে আমির? কার কাছে যাবে?

আমিরুদ্দীন। আমার ভামাটি আছে। নাম খলিল। আমাদের খুব  
খাতির করে। আমরা গেলে বড় খুসী হবে ছোটবাবু।

(আজিজের প্রবেশ)

আজিজ। (আমিরুদ্দীনকে) বাড়ী এসো শীগগির। খলিল এসেছে।

আমিরুদ্দীন। খলিল? খলিল কোথা থেকে এল?

আজিজ। রহুলপুর থেকে, আবার কোথা থেকে?

আমিরুদ্দীন। খলিল এল কেন রহুলপুর থেকে? আমরা তো বাব  
রহুলপুরে তার কাছে! আমাদের নিতে এসেছে হবে, আঁ?

আজিজ। উহঁক। পালিয়ে এসেছে। বাপ দাদা সবাইকে নিয়ে।

আমিরুদ্দীন। আমিনা?

আজিজ। আরে, সব চলে এল, আমিনাকে কি কৈলে রেখে আসবে?

## ভিটে মাটি

আমিনা এসেছে, বাচ্চাকাচ্চা সব এসেছে। ছোটো বাচ্চার বেদম জব।

কাদের। ওবা পানিয়ে এসেছে কেন ?

আজিজ। মজি পুর বাঁটি পড়েছে মস্ত।

কাদের। মজি পুর না দূর আছে বহুপূর্ব থেকে।

আজিজ। দূর না, তাই বটে, সবাই ধাবও দূর ভাগছে।

( আজিজের সঙ্গে আ মকদান চলে গেল। )

কাদের। আমি সব কি কবব ছোটবাবু।

ছোটগাল। তুমিও কি না পুর বাচ্চা না ?

কাদের। না, কিন্তু আমি যখন যাব সেখান থেকেও সবাই যদি পানিয়ে  
এক। যাব তাহলে বাব, গিষ যদি দেখি সে নেই! যদি বা  
থাকে, আবার দু'দিন পরে ফেরান থেকে যদি অন্য কোথাও  
পানিতে হয়।

ছোটগাল। তুমিই ভেবে দ্যাখো কি কববে ?

কাদের। তবে কি বাব না ছোটবাবু ?

ছোটগাল। তুমিই বুঝে দ্যাখো।

কাদের। ওই আমিরুলদীন বলে বনে মনটা বিগড়ে দিয়েছে ছোটবাবু।

ও তো আব বাবে না। আমিই বা তবে কেন বাব মিছামিছি !

ছোটগাল। ( হেসে ) বেও না।

( একটু দাঁড়িয়ে থেকে উসখুস করে লজ্জিতভাবে  
দীরে দীরে কাদের চলে গেল )



## তৃতীয় দৃশ্য

পূর্বের দৃশ্য। রামঠাকুর লিখছে। সুভদ্রা, সুবর্ণ,  
ছোটলাল ও মধু।

সুবর্ণ। সারাদিন ঠাকুরমশায়কে দিয়ে তুমি কি অত লেখাচ্ছ বল তো ?

ছোটলাল। কতগুলি লিষ্ট তৈরী করতে দিয়েছি।

সুবর্ণ। কিসের লিষ্ট ?

ছোটলাল। গ্রাম মৈত্রী সঙ্ঘের লিষ্ট। প্রত্যেকটি গ্রামকে যতদূর সম্ভব  
আত্মনির্ভরশীল হতে হবে বটে কিন্তু সেই সঙ্গে গ্রামে গ্রামে একটা  
যোগাযোগ না থাকলেই বা চলবে কি করে। আমি এই  
যোগাযোগটা গড়ে তুলবার চেষ্টা করছি।

সুবর্ণ। কি রকম যোগাযোগ ?

ছোটলাল। মিলেমিশে পরামর্শ করে বিশেষ অবস্থার জন্য প্রস্তুত হওয়া,  
পরস্পরকে সাহায্য করা। সঙ্ঘের প্রত্যেকটি গ্রাম সম্পর্কে  
সমস্ত বিবরণ অল্প প্রত্যেকটি গ্রামের জানা থাকবে। লোকসংখ্যা,  
বাড়ী ঘরের সংখ্যা, জমির অবস্থা, জলের ব্যবস্থা, পথঘাট, বানবাহন  
ইত্যাদি সমস্ত বিবরণ। এক গ্রামের খবরাখবর নিয়মিতভাবে  
অল্প গ্রামে যাবে। হাটে নানা গ্রামের লোক জড়ো হয়, প্রত্যেক  
হাটে সভা করা হবে। মানুষ একা হলে নিজেকে বড় অসহায়  
মনে করে। আমার সম্পদ আমার একার—এই কথা ভাবতে  
ভাবতে এমন অবস্থা লাড়িয়েছে যে দেশের বিপদ ঘনিষ্ঠ এলেও না  
তেবে পারে না বিপদও তার একার। অন্ধকার পথে অজানা

## ভিটে মাটি

অচেনা একজন মানুষ সাথী থাকলে ভীষণ লোকের ও ভূতের ভয় কমে যায়। গ্রামের সকলে মিলেমিশে দুর্দিনকে বরণ কবতে তৈরী হয়ে আছে জানলে গ্রামের প্রত্যেকের ভয় কমবে—দশটা গ্রাম মিলেছে জানলে বুকে সাহস জাগবে। সকলের বুকে এই সাহস জাগানো দরকার। গ্রামে গ্রামে প্রত্যেক গৃহস্থকে স্পষ্ট অনুভব করিয়ে দিতে হবে, শুধু তাব প্রতিবেশী নয়, নিজের গ্রামের লোক শুধু নয়, বিশ মাই-দূরেব অজানা গ্রামেব অচেনা অধিবাসীও তার সঙ্গী, তাব সহাব—পথ যত অন্ধকার হোক, সব কিছুকে সে ড্যানকেয়ার কবতে পারে।

সুভদ্রা। এক গ্রামের লোককে আবেক গ্রামে নিয়ে যাবার কি একটা নাম কেবছ, ও ব্যবস্থাটা আমি ভাল বুঝতে পারি নি দাদা। এদিকে গ্রাম ছেড়ে যেতে বাবণ কবছ, আবার ওদিকে গ্রামকে গ্রাম উজার কবে অল্প এক গ্রামে নিয়ে যাবাব ব্যবস্থাও করছ। কেমন খাপছাড়া ঠেকছে আমায়।

মধু। আমিও ভাব বুঝি নি। গাটাবাব।

ছেটিলাল। কোথায় কি গুজব শুনেছিস, তাই খাপছাড়া ঠেকছে। গ্রামকে গ্রাম উজাড় করে অল্প গ্রামে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা কিছুই হয় নি। মানুষ যাতে আবণ নিশ্চিন্তমনে মনে নিজের গ্রামে নিজের বাড়ীতে থেকে চাষবাস কাজকর্ম করতে পারে তাবই একটা ব্যবস্থা করার চেষ্টা হচ্ছে। অতি সহজ ব্যবস্থা, গ্রাম মৈত্রী সজ্ব গড়ে তোলাব ফলে আরও সহজ হয়ে গেছে। সত্যের একটা নিয়ম—সরকার হলে এক গ্রামের লোক অল্প গ্রামের লোককে আশ্রয় দেবে,

## ভিটে মাটি

নিজেদের বেশী অসুবিধা না ঘটিয়ে যত লোককে আশ্রয় দেওয়া যায়। দরকার হলে, সত্যিসত্যি দরকার হলে অবশ্য। মনে কর তোমার বাড়ীতে একখানা বাড়তি ঘর আছে, দরকার হলেই ঘরখানা তুমি জামপুরের একটি পরিবারকে ছেড়ে দিয়ে তাদের সুখ সুবিধার ব্যবস্থা করে দেবে। মনে করবে বাড়ীতে তোমার কোন আত্মীয় এসেছে। কোন গ্রামে কত বাড়তি লোক গিয়ে আশ্রয় নিতে পারে তার মোটামুটি একটা হিসেব আমরা করে রেখেছি। সেই হিসেব মত এক গ্রামের লোককে সরিয়ে অন্য গ্রামে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। যদি দরকার হয়—সত্যিসত্যি যদি দরকার হয়।

সুবর্ণ। তোমার মাথা খাপ খাপ হয়েছে। জানা নেই শোনা নেই কারা কোথা থেকে এসে হাজির হবে, তাদের কুটুমের মত আদর করে বাড়ীতে রাখতে হবে। এ ব্যবস্থায় কেউ রাজী হবে না।

ছোটলাল। সম্ভব এখন তেরটা গ্রাম, প্রত্যেক গ্রামের লোক এ ব্যবস্থা মেনে নিয়েছে। খুব খুসী হয়ে মেনে নিয়েছে, মেনে স্বস্তি বোধ করছে। আশ্রয় দেওয়ার প্রশ্ন তো শুধু নয়, পাওয়ার প্রশ্নও আছে কিনা। যারা হয় তো বাড়ীবর ছেড়ে শেষ পর্যন্ত পালাবে না, তারাও চায় যে দরকার হলে বাচ্চা-বাবু নিয়ে মাঝে আর বোন বাতে সঙ্গে সঙ্গে একটা নিবাসদ স্থানে চলে বেলে পারে তার একটা ব্যবস্থা থাক। বহু বড়লোকে দূরে পশ্চিমে বাড়ী ভাড়া করে রেখে মাসে মাসে ভাড়া গুল চলেছে, গরীবের কি ইচ্ছা হয় না তারও ও রকম একটা যাওয়ার যাবগা থাকে? আশাদের ওই রকম একটা যাবার যাবগার ব্যবস্থা সকলের তত্ত্ব করা হয়েছে। সকলে

## ভিটে মাটি

তাই আগ্রহের সঙ্গে ব্যবস্থাটা বরণ করে নিয়েছে। যে গাঁয়ে হানা দিচ্ছে সে গাঁ ছেড়ে পালাবার হিড়িক উঠছিল, সে যৌক লোকের কিছুতেই যেন কমানো যাবে না মনে হয়েছিল। এই ব্যবহার কথা জানবার পর সকলে আশ্চর্য্য রকম শান্ত হয়ে গেছে। তাদের বলা হয়েছে, ঘরবাড়ী ফেলে কেউ পালিও না। তার কোন দরকার নেই। যদি দরকার হয় আমবাই তোমাদের নিরাপদ স্থানে রেখে আসব। সাত মাইল দূরে এক গ্রামে পালাতে চাইছ সেখানে জলের অভাব আর কলেরার প্রকোপ, আমরা তোমাদের বিশ মাইল দূরের গ্রামে পাঠিয়ে দেব। সেখানে তোমার থাকবার জন্ত ঘর ঠিক করা আছে, তুমি পৌছানো মাত্র তোমার জন্ত হাঁড়িতে চাল দেওয়া হবে। প্রথমে লোকের একটু ষ্টকা বাঁধে তারপর যখন গ্রামের নাম, গৃহস্থের নাম, বাড়ীতে ঘরের সংখ্যা, এই সব বিবরণ লিষ্ট থেকে পড়ে শোনানো হয়, তখন বিশ্বাস জন্ম। মুখের দিকে তাকালে স্পষ্টে বোঝা যায়, একটা কালা পর্দা যেন সরে গেল। অশ্রু, একটু রিস্ক যে নিতে হবে সেটা স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছি। হঠাৎ যদি কোন গাঁয়ে এসে ওরা হানা দেয়, কিছুই টের পাওয়া যায় না আগে থেকে, তবে অশ্রু কিছু কবাব নেই। তবে একথাটাও ভাবতে হবে যে কবে কোন গাঁয়ে দাঙ্গার হবে তাও কিছু ঠিক নেই।

মধু। সবাই ভিটেমাটি আঁকড়েই পড়ে থাকতে চায়। যেতে হবে ভাবলে সবার মন কেমন করে। একটু ভরসা পেনে, উৎসাহ পেনে, একেবারে বস্তুে যায়।

ছোটলাল। ভিটেমাটির মায়া এদেশে সংস্কারের মত, মানুষের অস্থিমজ্জার

## ভিটে মাটি

মিশে আছে। সাতপুরুষের ভিটের সন্ধ্যাদীপ জ্বলবে না ভাবলে এদের বুক কেঁপে যায়। সহরের মানুষ বুঝতে পারে না, তাদের ভাড়াটে বাড়ীতে বাস, বড়জোর একপুরুষের তৈরী বাড়ীতে। প্রথম যারা গ্রাম ছেড়ে সহরে যায়, ভিটেমাটির এই টান তাদের সারাজীবন টানে।

স্ববর্ণ। তা সত্যি। ছ'এক বছর পরে পবেই বাবা দেশের বাড়ীতে ছুটে যেতেন। কিন্তু ঠাকুবমশায়কে এবার তুমি ছুটি দাও। লিখে লিখে গুর নিশ্চয় হাত ব্যথা হবে গেছে।

ছোটলাল। আপনাব কতদূর হল ঠাকুবমশায়? কপিগুলি অল্পকণেব মধ্যে শেষ করে ফেলতে পারবেন তো?

রামঠাকুর। (মুখ না তুলেই) পাঁচতকিয়া আর লাটপুৰ মোটে এই ছ'টি গাঁয়ের লিষ্ট বাকী। আধ ঘণ্টাব বেশী লাগবে না।

ছোটলাল। সন্ধ্যা হয়ে যানে। উপায় কি। আজকেই সোণাপুৰের সতীশনাবুকে কপিগুলি পাঠিয়ে দিতে হবে। আপনি এত উৎসাহের সঙ্গে আমাব কাজে লেগে যাবেন, ভাবতেও পারিনি ঠাকুবমশায়। আপনি যে বসে বসে এমন কলম পিষতেও পারেন, তা জানতাম না।

রামঠাকুর। না লিখ না লিখে লিখতেই প্রায় ভুলে যেতে বাসছিলাম। কন্মো তো পুঁথি সা-নে খুলে বেখে যা মুখে আসে বিড় বিড় করে বলা। অতবড় পণ্ডিত পিতা যে স্কুলে আর বাড়ীতে পড়িয়ে বিজ্ঞা দিইয়েছিলেন, এতদিন পরে একটু কাজে লাগল।

ছোটলাল। ফ্যাসাদ হল রাখাল ছোড়াব জ্ঞাত। আজ সকালে শেষ হয়ে যাওয়ার কথা, কিছু না বলে করে ভোরে সে হঠাৎ বাড়ী চলে গেছে।

## ভিটে মাটি

ওর মার নাকি মরমর অবস্থা।

রামঠাকুর। মা ওর ভালই আছে। আমিও ছুটে গিয়েছিলাম, শেষ মুহুর্তে স্বর্গের বাবার ভাড়া হিসেবে কিছু পুণ্য আর পায়ের ধূলোটুলো দিয়ে— ব্রাহ্মণের পায়ের ধূলোই পুণ্যের সমান—কিছু যদি আনার করতে পারি। তা একটা নারকোল, কটা বাতাসা আর পাঁচটি পয়সা দিয়ে যাত্রা শুভ করিয়ে নিলে!

ছোটলাল। কিসের যাত্রা?

রামঠাকুর। ছেলেকে নিয়ে পাণাগড় যাবে। এমনি ছ'বার ডেকে পাঠিয়েছি, ছেলে যায় নি। তাই খবর পাঠিয়ে'ছল কলেরা হয়েছে।

ছোটলাল। একবার বলে গেল না। মধুর বাড়ী গিয়েছিলাম, জানত। আমি দশজনকে পালাতে মানা করছি, আমাব নিজের লোক এদিকে পালাচ্ছে। এত কবে শেখালাম পড়লাম রাখালকে, একবার জানিয়ে পর্যন্ত গেলেনা।

রামঠাকুর। খবরটা পেয়ে ছোঁড়া একেবারে দিশেহারা হয়ে ছুটে গেছে।

ছোটলাল। (স্বকৃতভাবে) দিশেহারা হয়ে ছুটে গেছে, না? একটু কিছু ঘটলেই সকলে দিশেহারা হবে যায়। কোনদিন কিছু ঘটে না কিনা, সকলের তাই এই দশা। চোখ কান বুজে কোনমতে খেয়ে পরে নির্ঝিবাদে দিন কাটাতে কাটাতে মনের বাঁধন গেছে আলগা হয়ে। মার মরমর অবস্থা শুনে মাকে বাঁচাবার জন্ত মরিয়া হয়ে উঠতে পারে না, মা মবে যাবে ভয়ে দিশেহারা হয়ে যায়। আমাদের একি অভিশাপ বলুন তো? গাঁয়ে পাহারা দেবার জন্ত বখন নাম চেয়েছিলাম, সকলে আঁতকে উঠেছিল।

## ভিটে মাটি

মধু। মুখ্য লোক সব, চিরকাল মার খেয়ে আসছে, অল্লেরই ভড়কে যায়।  
কথার কথার আঁতকে উঠবার ভাব অনেকটা কিন্তু কেটে গেছে।  
চুপচাপ হাতগুটিয়ে বসে থাকত, কি করবে জানত না, কিছুই  
বুঝত না। কি যে ভাববে কেউ ঠিক করে উঠতে পারত না।  
একটু একটু ভাবতে শুরু করেই অনেকে খাতস্থ হয়েছিল।

রামঠাকুর। উর্দ্ধশ্বাসের চেয়ে সহজ চিকিৎসা।

মধু। এক হিসেবে সহজ আবার এক হিসেবে ভীষণ কঠিন ঠাকুরমশায়  
প্রত্যেকে দশ বিশ গুণা সৃষ্টিছাড়া কথা ভাগে দেবে, জবাব দিতে  
দিতে প্রাণান্ত। তাব আবার অর্ধেক কথার জবাব হয় না।

ছোটলাল। তবু তোমার জবাব ওবা ভাল বোঝে মধু। আমি এত পরিকার  
আর সহজ করে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করি, মুখ দেখেই টের পাই  
সব কথা মাথায় চুপছে না। তুমি জড়িয়ে পেরিয়ে সেই কথাই  
বল, সবাই মাথা নেড়ে সাং দেয়।

মধু। আমিও মুখ্য, ওরাও মুখ্য, তাই আমার কথা সহজে ধরতে পারে।

ছোটলাল। (হেসে) মনে হল যেন গাল 'দাল' মধু

মধু। না, ছোটগাবু। আপনার ওপাই তো আম'ম বলি, একটু অল্পভাবে  
বলি। আপনি কত পড়াশোনা করেছেন কত ভাবেন, সব কথা  
নিখুঁতভাবে সাজিয়ে গুটিয়ে বলা পাবেন। ওরা ভয়ে থেকে  
উল্টোপাল্টা এলোমেলো করে সব ভাবতে শিখছে, শুঁইয়ে কিছু  
বললে বুঝতে পাবে না, ইঁদা করে থাকে। বেশী বেশী চাব করা  
দরকার কেন কানাইকে কাল তা অত করে বোঝালেন, লকার ক্ষেত্রে  
মুগ্ধকলায়ের চাব করতে বললেন। আমি মুখ দেখেই বুঝেছিলাম,

## ভিটে মাটি

বাটা কিছু বোঝে নি। চালেব চালান বন্ধ, ভাত কমিয়ে ডালটাল বেশী খেয়েও মানুষ বাঁচতে পারে, বিশ মণ লঙ্কার চয়ে একসের মুগকলাই মানুষের বেশী দরকারী, এসব কথা কি ওব মাথায় ঢোকে। ওর মাথায় শুধু ঘুবেছে, ক্ষেতে লঙ্কা ভাল ফলে, মুগকলাই হুবিধা হয় না, তবু কেন লঙ্কার বদলিতে মুগকলায়ের চাব করবে। রাত হলে বাড়ী কিরে দেখি ধন্না দিয়ে বসে আছে। আমার দেখেই ভয়ে ভয়ে বলল, কিছু তো বুঝলাম না মধু। মুগকলাই দিলে যা ফসল হবে, লঙ্কা বেচে তার হু'গুণ বাজারে কিনতে পাব। ছোটবাবু মুগকলাই বুনতে তবে বলেন কেন? আমি বললাম, ওরে গোমুখ্য, শোন। যবে তোর আতিথ্ এলো। চ'দিন খায় নি। তুই এক ডালা লঙ্কা আব চাট্টি ভেজানো মুগ সামনে ধরে জিগেস করলি, ওগো অতিথ্ মশায়, পেট ভবে লঙ্কা খাবে না এই হু'টিখানি মুগ ভেজানো চিবোবে? অতিথ্ কি কববে বল তো? তারপর বললাম, লঙ্কা নিয়ে হাটে বেচতে গেলি, গিয়ে দেখলি হাটে শুধু তুই আছিস আর আছে জগন্নাথের বাপ, কালই বেচতে এসেছে।—

রামঠাকুর। মোটে হু'জন জিনিস বেচতে গেছে, সে কেমন হাট মধু?

মধু। ওমনি করে না বললে আসল কথাটা ওরা ধবতে পারে না ঠাকুরমশায়। শুনুন তারপর, কানাইকে কি বললাম। বললাম, হাটে একজন খন্দের এল। বাড়ীতে তাব চাল বাড়ন্ত, ডাল বাড়ন্ত, গাছের পাতা খেতে হবে এই অবস্থা। তুই খন্দেরকে ডেকে বললি, নেন্ নেন্, বড় বড় ভাল লঙ্কা নেন, চার আনার বিশ মণ লঙ্কা দেব। জগন্নাথের বাপ তাকে বলল, ভাঝা বোরা পোকার ধরা কলাই বটে, আট



## ভিটে মাটি

আনায় এক সের পাবে, খুসী হয় নাও, নয় বাড়ী ফিরে যাও ! খন্দের তখন কি করবে রে কানাই ? চার আনায় তোর বিশ মণ লক্ষ্য নেবে, না আট আনায় পোকা ধরা একসের কলাই নেবে ? কলাই না নিয়ে গেলে কিন্তু ছেলেমেয়েকে তার গাছের পাতা খাওয়াতে হবে বাড়ী ফিরে। কানাই তখন বগল, অ! তবে তো ছোটবাবু খাঁটি কথাই বলেছেন।

ছোটলাল। এই ভুলই আমরা দেশের জনসাধারণের কিছু করতে পারিনা, শুধু বক্তৃতা দিয়ে মরি। শেষে রাগ করে বলি, এদের কিছু হবে না, স্বয়ং ভগবানও এদের ভুল কিছু করতে পারবেন না।

রামঠাকুর। তা পারেনও নি। অবতার হয়ে কমবার তো ভগবান জন্মান নি এদেশে !

মধু। যা কিছু করাব আপনারাই করতে পারেন ছোটবাবু। তবে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে করা দরকাব, নইলে ফল হয় না। আপনি আমাদের মনের ঘোবপ্যাচ বুঝতে আরম্ভ করেছেন, অর্জুনেই আপনার ভড়গড় হয়ে যাবে আমাদের সঙ্গে তখন আমাদের ভাষাতেই কথা কইতে পারবেন।

ছোটলাল। আট আনা দিয়ে পোকা ধরা কলাই কিনতে বললে কিন্তু চলবে না মধু। এক পয়সা বেশী দাম দিয়ে কেউ কিছু যাতে না কেনে সেই কথাই সকলকে আমাদের বুঝিয়ে বলতে হবে।

মধু। (হেসে) ওরকম বলার ক্ষতি হয় না ছোটবাবু। জিনিষের জন্ত বেশী দাম না দেওয়া স্মরণ কথা। ওটা কানাইকে বুঝতে হলে ভিন্ন ভাবে বোঝাতে হ'ত। ও তখন লক্ষ্যের ক্ষেত্রে মুগকলাই বুঝবার কথা ভাবছে সব কথায় ওই এক ছাড়া অন্য মানে তার কাছে

## ভিটে মাটি

ছিল না। কানাইকে ডেকে জিগেস করুন, আপনি আব আমি ওকে কি বলেছিলাম। কানাই জবাব দেবে, লঙ্কার বদলে মৃগকলাই চাব করতে বলেছিলাম। তার বেশী একটি কথাও স্মরণ হবে বলতে পাববে না।

ছোটলাল। তা ঠিক। এটা খেয়াল হয়েছে, তলিয়ে বুঝাব চেষ্টা কখনো করিনি। বেকাঁস কিছু বলাব ভয়ে সর্বদা সতর্ক হয়ে থাকি, ওরা কিন্তু ঠিক মন্য কথাটি গ্রহণ হবে, পণ্ডিতের মত আসল কথাটি তাকে তুলে রেখে কথার মাঝপ্যাচ নিয়ে তর্ক করে না। কানাই খেয়াল করিনি হাটে মোটে দু'জন লঙ্কা আর কলই নেচে যাওয়া, শুনেই কিন্তু পণ্ডিতমশায়ের টনক নড়ে গিয়েছিল। এতবড় কথার ভুল! কিন্তু তুমি এবার বাড়ী যাও মধু। সারাদিন অনেক ছুটোছুটি হবে। তোমার কিছু হলে আমি পড়ব মুন্সি।

মধু। আমার কিছু হবে না ছোটাবু। লিষ্টগুলো সতীশবাবু কাছে পৌঁছে দিয়ে বাড়ী যাব।

ছোটলাল। কেউকে দিয়ে পাঠিয়ে দেব। তুমি বাড়ী যাও।

মধু। আমি নিয়ে যাই। গোনাপুরে আমার একটু দরকারও আছে।

ছোটলাল। (চিন্তিতভাবে) হুঁসিন থেকে তোমার কি হয়েছে বলত? পেটুক যেমন সন্দেহ চায় তুমি তেমনি ছুটোছুটি করার জন্য কাজ চেয়ে অস্থির হয়ে উঠেছ। এক মুহূর্ত্ত বিশ্রাম করতে হলে ছটকট করতে থাক।

রামঠাকুর। কাল বে শঙ্কর মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল নকুড়ের সঙ্গে।

ছোটলাল। (আশ্চর্য হয়ে) তাই নাকি? এ কথা তো জানতাম না

## ভিটে মাটি

মধু। ভেবেছিলাম, বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক ছিল, সেটা ভেঙ্গে গেছে, আর কিছু নয়।

মধু। তা ছাড়া আবার কি ? ঠাকুরমশায় তামাসা করছেন।

রামঠাকুর। ঠাকুরমশায়ের তামাসার চোটেই দু'দিনে মুখ চোখ তোমার বসে গেছে। পবন সন্ধ্যায় নকুড় বিয়ের খবরটা জানিবে যাওয়ার পর থেকে গায়ে শিঁছটি নাগা লোকের মত তিড়িং তিড়িং নেচে নেচে বেড়াচ্ছে।

মধু। হ্যাঁ, খেয়ে দেয়ে, কাজ নেই, সে অপদার্থ মেয়ের জন্তু নেচে বেড়াব। ভয়ে যে গাঁ ছেড়ে পালায়—

ছোটলাল। তার দোষ কি মধু ? শব্দ জোর করে নিয়ে গেলে সে কি করবে।

মধু। গাঁ ধরতে পারল না ? বাপের আফ্রানী মেয়ে, যেতে না চাইলে তার সাথী ছিল ওকে নিয়ে যায়। আসলে ওব ইচ্ছে ছিল বড় লোকের বৌ হবে।

রামঠাকুর। সমস্তায় ফেলে দিগে বাপু। ভয়ে না, বড়লোকের বৌ হবার লোভে মেয়েটা গাঁ ছাড়ল—

নকুড়ের প্রবেশ

আরে, বলতে বলতে স্বয়ং নকুড় এসে হাজির যে।

নকুড়। পদ্মাকে কোথা রেখেছিল মধু ?

মধু। তুই তোকারি কর না মে'মশায়। অনেক বারই তো বলে দিয়েছি।

নকুড়। চোর ডাকাত বজ্রাত হারামজাদা ! তোকে আবার আপনি বলতে হবে। শব্দুর মেরেকে চুরি করে কোথায় লুকিয়েছিল বল শীগগির।

## ভিটে মাটি

মধু। ( নকুডেব গলা ধবে ) চোব ডাকাত বজ্জাত হারামজালা আগে  
তোমার দীত কটা ভাঙ ব, গাল দেওয়ার জন্ত—

( মুখে খুঁসি মাবতে নকুডেব একপাটি বাধানো দীত  
ছটকে পড়ল )

রামঠাকুর। বাধানো দীত! চুবুক!

মধু। এ গেস গালা! লি ভব ।। এগাব জিগেস কবন, পদ্বি কি হল।  
না বদি বন একুনি সান্ত্য কথা দে'মশায়—

ছোটগান। চেড়ে দাঁত ময়। ঘোকে ভাবনে গায়ের ঝাল ঝাড়ছ।

( মধু নকুডাক ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়ালে )

( নকুডকে ) গায় ডোব নেহ মন সাহস নেই, রাগ সামলাতে  
পার না? বাঙজানগণেন মত ম'মুয়ক গালাগাল দাঁও কেন?  
গোড়িগো না বাপু, বেশী হোনাব লাগে নি। বাইরে বালাতিতে  
জল আছে, দাঁত বটা ধুই দখে লাগিয়ে এসো।

( নকুড দাঁত কুড়িয়ে অক্ষুট কাতর শব্দ করতে করতে  
বেরিয়ে গেল )

মধু। কেমন বাগ হয়ে গেল ছোটবাবু। নিজেকে সামলাতে পারলাম না।  
ছোটলাল। ওরকম হয়।

মধু। দিদি আর বোঠান দাঁড়িয়ে আছেন মনেই ছিল না।

ছোটদা। সহবেপানা স্কক কোণা না মধু। পন্নায় কি হয়েছে জানবার  
জন্ত মনটা ছটকট করছে।

স্ববর্ণ। দাঁত লাগাতে কতকাল লাগাচ্ছে ত্রাধো।

নকুড কিরে এস

## ভিটে মাটি

ছোটলাল। পদ্মার কি হয়েছে নকুড় ?

নকুড়। কাল সন্ধ্যা থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। (কটমট করে মধুব দিকে তাকাল)

সুবর্ণ। খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ? সে কি !

সুভদ্রা। ক'ল না বিষের কথা ছিল তোমাব সঙ্গে ?

ছোটলাল। বিয়ে হয় নি ?

নকুড়। ( হঠাৎ ক্রুদ্ধভাবে ত্যাগ কবে কাতরভাবে ) কই আব হল ছোটবাবু, বিষের ঠিক আগে মেথেকে খুঁজে পাওয়া গেল না। ( আবার মূখ কালো কনে, কটমট করে মধুব দিকে তাকিয়ে ) ওব কাজ। নিশ্চয় ওর কাজ। কতকাল থেকে ছ'জনে -

ছোটলাল। এবাব মধু তোমাষ যত মারুক, আর কিন্তু আমি থামতে বলব না, খুন কবে ফেললেও না। বড় বেয়াদপ তুমি, মাথা ঠাণ্ডা রেখে কথা কও।

রামঠাকুর। বিয়ে হয় নি নকুড় ? চুক্চুক্। হোক না কলিকাল, ব্রহ্মশাপ কি ব্যর্থ হয় হে বাপু !

ছোটলাল। মধু কিছু কবে নি নকুড়। ও কিছুই জানে না। ক'দিন নিশ্বাস ফেলার সময় পায় নি। ওর ক'দিনের চব্বিশঘণ্টার সমস্ত গতিবিধি খবর আমি রাখি।

নকুড়। ও কি আর নিজে গিয়ে শঙ্কুদাসের মেয়েকে নিয়ে এসেছে ছোটবাবু, অন্তকে দিয়ে সরিয়েছে। আগে থেকে যোগসাজস ছিল। ধাবার দিন একবার পদ্মা পালিয়ে এসেছিল, শঙ্কু নিজে এসে ধরে নিয়ে যায়। তখন ছ'জনের পরামর্শ হয়েছিল।

ছোটলাল। আন্দাজে আবোল তাবোল বোকো না। আর তাও যদি হয় নকুড়, সে মেয়ে যদি ওর দিকে এমন করে ঝুঁকেছে জানো, ওকে তুমি বিয়ে করতে গিয়েছিলে কি বলে ?

নকুড়। আগে কি জানতাম। এসব ওব আমাকে জ্ঞান করাব ফলি। আমাকে জ্ঞান করবে বলে এই বুদ্ধি খাটিবেছে। নইলে এতদিন মেয়েকে সবাতো পারত না, বিয়ের রাত্রির জন্ত অপেক্ষা করে থাকত ? দশজনের কাছে আমার ঘাতে মাথা হেঁট হয়, সবাই ঘাতে আমাকে টিটকারি দেয়—

রামঠাকুর। তা এমনিতেই সবাই দেয় নকুড়। এবাব থেকে নয় একটু বেশী করাই দেবে। চামড়া তোমার মোটা আছে।

নকুড়। চুপ ককন ঠাকুরমশায়। এব মধ্যে আপনিও আছেন।

রামঠাকুর। আছিই তো। আমিই তো ব্রহ্মশাপ দিয়ে বিয়েটা ফাসিয়ে দিলাম।

নকুড়। বাজে কথা বলেন কেন ঠাকুরমশায় ? বাজে কথার ধান্নায় আনাকে ভোলাতে পারবেন না। আপনি সব জানতেন। নইলে পরশু বিয়েতে যাবাব নেমন্তন্ন ফিরিয়ে দিতেন না। বিয়ে পণ্ড হবে জানা না থাকলে পাওনা গণ্ডাব লোভ সামলানো আপনার কন্ডো নয়।

রামঠাকুর। তুমি দেখছি স্তায়শাস্ত্রেও মহাপণ্ডিত নকুড়, অকাটা বুদ্ধি দিয়ে কথা কইতে জানো। প্রমাণ জ্ঞানও তোমার প্রচণ্ড। প্রমাণ বখন আছে, থানায় নাগিশ ঠুকে দাও না ? বিয়ের কনে চুরি করার অপরাধে আমি আর মধু অসমরটা নিশ্চিত মনে জেলে কাটিয়ে দিই।

## তিটে মাটি

এ উপকারটা যদি কর, তোমায় প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করব—স্বমতি হোক, স্বমতি হোক ।

নকুড় । ( রাগে কাঁপতে কাঁপতে ) জেলে না পাঠাতে পারি সবচেয়ে আপনাকে ছাড়ব তাৎবেন না ঠাকুরমশায় । ( মধুর ) তোকে আমি দেখে নেব মধু । বাবুলালগাবু থাকলে আর এইখানে হোর পিঠের ছাল তুলে দিহাম । বড়বাবু নেই তাই বেঁচে গে'ল । কিন্তু আমি তোকে দেখে নেব ।

মধু । ( শাস্তভাবে ) আরেকবার তুই তোকায় করলে চোখে অন্ধকার দেখবে

( তার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাইতে চাইতে নকুড় চলে যাচ্ছিল, মিথি তাকে ডাকল । )

ছোটলাল । একটা কথা শুনে যাও নকুড় । তোমায় অত করে বলেছিলাম, তুমি মোটে পাঁচ বস্তা চাল আর পাঁচ টিন কেরাসিন বার করেছে । বেশী বেশী দাম বেমন নিচ্ছিলে তেমন নিচ্ছ ।

নকুড় । এই কি আপনার গুপ্ত কথা বলার সময় চল ছোটবাবু ?

ছোটলাল । কথাটা কি কম দরকারী ?

নকুড় । আমার আর মাল নেই ।

ছোটলাল । আবার তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি নকুড় । তুমি নিজের সর্বনাশ টেনে আনছ । সবাই জানে তোমার অনেক চাল আর তেল মজুর আছে । দশটা গাঁয়ের সবাই শাস্তিগিটে স্বেচ্ছা ছেলে নয় নকুড় ।

নকুড় । চোর ডাকাত গুণ্ডা অনেক আছে জানি । কিন্তু আমি কি করব । আমার আর কিছু নেই । আপনি যদি দশজনকে আমার বিরুদ্ধে

কেপিয়ে দেন—

ছোটলাল। আচ্ছা, তুমি যাও। তোমার সঙ্গে আর তর্ক করব না।

নকুড় চলে গেল

স্ববর্ণ। কি আশ্চর্য্য মানুষ তুমি! কাগ থেকে পদ্মার খোজ নেই, তুমি তেল আর কেরাসিনেব আগোচনা আরম্ভ করলে।

সুভদ্রা। পদ্মার খোজ করা আগে দবকার দাদ।

ছোটলাল। তাই ভাবছি। খোঁজাখুঁজি অশস্ত্র আরম্ভ হয়ে গেছে নিশ্চয়।

শয়্যু চুপ করে বসে নেই। আমাদেরও খোঁজ করতে হবে। নন্দপুরে একজন লোক পাঠান দরকাব। সেখানে হাঁতিমধ্য কোন খোঁজ পাওয়া গেছে কিনা খবর নেওয়া দরকার। সব বিবরণও ভাল করে জানা দরকাব। (সহায় ভূতিব স্বঃ) আমার কি মনে হয় জানো মধু? এর মধ্যে পদ্মাকে হয় তো পাওয়া গেছে।

মধু। ও যা কাঁঠোটা শক্ত মেয়ে, নন্দপুরে যদি নাও ফিরে থাকে, অল্প কোথাও কোন আত্মীয়স্বজনের বাড়ী হাজির হয়েছে নিশ্চয়। পুকুরে ডুবে টুবে মরেছে, আমি তা বিশ্বাস করি না ছোটবাবু। আমার বিশেষ ভাবনা হয় নি।

ছোটলাল। তা দেখতেই পাচ্ছি।

রামঠাকুর। ভাবনার অভাবে মাথা ঘুরে বসে পড়েছ।

মধু। আপনায় হয়েছে ঠাকুরমশায়? হয়ে থাকলে কাগজগুলো দিন। আমি একবার সোণাপুর ঘুরে আসি ছোটবাবু।

স্ববর্ণ। বাহাজুরী কোরো না মধু। মেয়েটার খোঁজখবর না নিয়ে তুমি সোণাপুর ছুটেবে কি রকম? সতীশবাবুর কাছে লিট নিয়ে বাবার



## ভিটে মাটি

লোক আছে।

মধু। সোণাপুর একবার আমার যেতে হবে জান। সেখানে আমার একটি জানা লোকে আজ নন্দপুর থেকে কবার কথা। তার কাছে খবর জেনে আসব।

সুভদ্রা। তা হলে যাও। লিষ্টের ওস্তাদে নবাব নেই, তাড়াতাড়ি গিয়ে খবরটা নিয়ে এসো।

রামঠাকুর। আমার হয়ে গেছে। (কাজল কাগজ গুলিয়ে ছোটলালের হাতে দিল। ছোটলাল সেগুলি দপে ভাঁজ করে মধুকে দিল।)  
লিষ্ট খুব তাড়াতাড়ি সোণাপুর পৌঁছানো চাই ছোটলাল।

সুবর্ণ। ঠাকুরমশায়, কিছুই কি আপনাকে বিচলিত করতে পারে না? কোনদিন দেখলাম না কোন ব্যাপারে আপনার হাসি তামাসার ভাবটা একটু কমেছে। অথচ কোন ব্যাপার যে তুচ্ছ করেন যাও নয়।

রামঠাকুর। বিচলিত হয়ে পড়ার ভয়েই তো হাসি তামাসা বজায় রেখে চলি, বৌমা। আগে যথেষ্ট বিচলিত হতাম, নিজের ব্যাপারে, পরের ব্যাপারে, সব ব্যাপারে। শেষ পর্যন্ত দেখলাম গরীব পুরুত বামুনের অত বিলাস পোষায় না। তারপর থেকে আর বিচলিত হই না। যদি বা হই, চট করে সামলে নিই।

ছোটলাল। নকুড় আপনাকে বিপদে ফেলবার চেষ্টা করবে।

রামঠাকুর। আমাকে। ওর বাপেরও সাধ্য নেই আমার কিছু করে। সে ব্যাটা তবু মরে গিয়ে আসল ভূত হয়েছে, নকুড়টা তো এখনো নিছক জ্যান্ত ভূত। ওর কতটুকু ক্ষমতা!

মধু। আমি যাই ছোটাব।

রামঠাকুর। একটু আস্তে যেও।

মধু চলে গেল।

## ভিটে মাটি

সুবর্ণ। তুমি যদি ভাল করে খোঁজ না করাও মেয়েটার কালকেই আমি কলকাতা চলে যাব। এদিকে মস্ত মস্ত বক্তৃতা দিচ্ছ, গ্রাম সজ্জ করছ, চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছ চরকীর মত, একটা মেয়ে হারালে খুঁজে বার করতে পারবে না !

ছোটলাল। হাবিয়েছে কি না তাই বা কে জানে ?

সুবর্ণ। তাব মানে ?

ছোটলাল। কেউ হারালে তাকে খুঁজে বার করা সহজ হয়, নিজেরই সে ব্যস্ত হয়ে ওঠে কিনা যে তাড়াগাড়ি তাকে খুঁজে পাক। পালালে কাঙড়া একটু কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

সুবর্ণ। তাই বনে খোঁজ করবে না ?

ছোটলাল। কবব বৈকি। তবে আমার মনে হয়, পদ্মা নিজেরই একটা খোঁজ দেবে আজকালের মধ্যে।

পদ্মার প্রবেশ। ধূলি ধূসর শ্রান্ত ক্লান্ত চেহারা।

দেখলেই বুঝা যায় দীর্ঘ পথ হেঁটে এসেছে।

এই যে বলতে বলতে পদ্মা নিজেরই এসে পড়েছে।

পদ্মা। আমি পালিয়ে এসেছি।

সুবর্ণ। তা আমরা জানি। বেশ করেছিস। বাপ ধবধে ধার তার সঙ্গে বিয়ে দিতে চাইলে লক্ষ্মী মেয়েরা পালিয়েই আসে।

পদ্মা। বাড়ীব জন্ত মন কেমন করছিল।

রামঠাকুর। তাই বাড়ী না গিয়ে মধু এখানে আছে শুনে ধুলো পায়ে ছুটে এসেছিস বুঝি ?

পদ্মা। বড় ভয় করছে আমার। বাবা আমাকে মেরে ফেলবে একেবারে।

## ভিটে মাটি

হোটলাল। তোর বাণাকে আমি বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করব'খন। তুই তো  
পালিয়েছিলি কাল সন্ধ্যাবেলা, সারারাত সাগরিনি হিঁসে শাখায় ?

পদ্ম। পথ ভুলে সবুজের চলে গিয়েছিলাম।

হুবর্ণ। ধন্ত মেয়ে তুই। আমাবের হার মানানি। আর ভেতরে আর।  
আমার কাছেই তুই থাকনি এখন, তোর বাপ না আসা পর্যন্ত।

পদ্মাকে সঙ্গে নিয়ে হুবর্ণ ভেতরে গেল।

হোটলাল। বাক, একটা ভাবনা চপ। শব্দকে একটা বাব পাঠাতে হবে।  
সামান্যকর। সেও এসে পড়বে।

দীপে দীপে শব্দে প্রবেশ। তারও ধূলি ধূসর শ্রান্ত ক্লান্ত  
মুখ

হোটলাল। এলো শব্দ। পদ্ম। এখানে আছে।

( শব্দ মৌনে একটু মাপা হেলির ধীরে ধীরে গিয়ে  
শ্রান্তভাবে কবাসে বসল। )

ওকে কিছু বোলো না শব্দ।

শব্দ। হোটলাল। কলেকারি ? কি আর বলন ? কলেকারি বা হবার হ'ল ?

শব্দ। ঠিক লগ্নেব সময় এতক গিয়ে পাওয়া পোনা। বিয়ের  
আগেরে মশজনের কাছে মাথা কাটা গেল আমাব। মাপে চুন কালি  
পড়ল। নকুড আবার রটিয়ে দিল, মমুর সঙ্গে পালিয়েছে।

হোটলাল। এমন হঠাৎ গিয়ের ব্যবস্থা কবলে কেন ?

শব্দ। সে কথা আর বলেন কেন ছোটবাবু। সা নকুড়ের কারসাজি।

ওর ভরসার গেলাম, গিয়ে বা ফাসায়ে পড়নার বলার নয়।  
কোখার বাই, কোখার থাকি, চাগডাল কিনতে পাই না,

পাহাড়টার উপোস দেবার যোগ্য হল। শেষে নতুন বসনে, বিয়েটা হয়ে থাক তাড়াতাড়ি, সব ঠিক করে দেব। ও ব্যাটা যে এত বজ্রাত তা জানহায় না ছোটখাটু।

ছোটলাল। জেনেও তো বজ্রাতের হাতে মেরে দিছিলে।

শমু। কি করি। পণের টাকা অর্ধেক নিয়ে নিয়েছিলান আগেই। চটপট বিয়ে না দিলে টাকাটা কেবল নেবার কথাও বলতে লাগল। সব দিক দিয়ে ক্ষতি হয়ে গেল ছোটখাটু। বাড়ী হয়ে আগলি, বাড়ীর অবস্থা দেখে চমু হি। হয়ে গেছে। জানালার পাটি, আলনা বাশ, খুঁটি সব কে নিয়ে গেছে। পূর্বের ভিটের চাপ পেকে নতুন ঝড় অর্ধেকেরে সরিয়ে ফেলেছে।

ছোটলাল। জানি। তোমরা যেমন গেলেন সে দিন রাতেই সব চুরি হয়েছিল। তখনও পাগুরা দেবার দশটা ভাল গডতে পারি নি। যা যাগার সেই রাতেই গেছে, পরে আর একটি কুটোও তোমার চুরি যায় নি।

(স্ববর্ণ, স্বভদ্রা ও শমুর প্রবেশ। শমু মনভার একখানা ভাল শাটী পরেছে। শমু একবার মেরের দিকে তাকিয়ে শুম হয়ে বসে রইল। বাপের দিকে হুঁএক পা এগিয়ে শমু। দ্বিধা ভাবে দাঁড়িয়ে পড়ল। এমন সময় বাইরে একটা গোলমাল শোনা গেল। কাদের ও আজিজ খরখর করে মধুকে নিয়ে এল। মধুর মাথা কেটে সর্বাঙ্গে রক্তবাখা হয়ে গেছে।)

পদ্মা। ওগো মামো, এঁকি হল।

## ভিটে মাটি

সুবর্ণ। কে মারল এমন করে ?

সুভদ্রা। ইস্! বেঁচে আছে তো ?

ছোটলাল। (শান্তভাবে) বেঁচে আছে। ফাষ্ট এডের বাক্সটা নিয়ে এস।

(মধুকে ফরাসে শুইয়ে দিয়ে সে আমার বোতাম খুলে দিল। ফাষ্ট এডের বাক্সটা এলে তুলো দিয়ে রক্ত মুছে শুষ্ক পত্র দিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিতে লাগল।)

শম্ভু। এ নকুড়ের কাজ। নিশ্চয়ই এ নকুড়ের কাজ।

ছোটলাল। ওকে কোথায় পেলে কাদের ?

কাদের। শিবু তার গাড়ীতে নিয়ে এসেছে। সোণাপুরে যাবার রাস্তায় রায়বাবুদের আম বাগানের ধারে পড়েছিল, শিবু গাড়ী নিয়ে গাঁয়ে ফিরবার সময় দেখতে পেয়ে তুলে এনেছে।

শম্ভু। নকুড়ের এ কাজ।

ছোটলাল। (মধুর আমার পকেট থেকে কাগজ বার করে) কাদের এই কাগজগুলো একুনি সোণাপুরে সতীশবাবুর কাছে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে। পারবে তো ?

কাদের। কিসের কাগজ ছোটবাবু ? এই কাগজের জন্ত ওকে ধায়ের করে নি তো ?

ছোটলাল। না। ভয় নেই কাদের, তোমাকে কেউ ধায়ের কববে না।

আজিজ। (সাগ্রহে) আমাকে দিন ছোটবাবু। আমি পৌঁছে দিয়ে আসছি।

ছোটলাল। তোকে দিয়ে কাজ করালে তোব বাপ যদি আমার খুন করে ?

আজিজ। বাপজান ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। আর কিছু বলবে না।

ভটে মাটি

ছোটলাল। তা হলেই ভাল। ( কাগজগুলি আজিজকে দিয়ে ) একুনি গিয়ে  
কিন্তু সতীশবাবুকে দেওয়া চাই।

আজিজ। সোজা চলে যাব ছোটবাবু। পা চালিয়ে চলে যাব।

আজিজ চলে গেল।

সুর্ন। তুমি কি গো, এঁ যা ? এত কাণ্ডের মধ্যে ওই লিষ্টের কথা তুমি  
ভুলতে পারলে না !

ছোটলাল। ভুললে কি চলে ?

## চতুর্থ দৃশ্য

বিপ্রকর । শব্দে নামে বাড়ীর উঠান ও বারান্দা ।  
পদ্মা উঠান খাঁট দিচ্ছে । চুপি চুপি নকুড়ের  
প্রবেশ ।

পদ্মা । ( অনিচ্ছিতভাবে ) বাবা বাড়ী নেই ।

নকুড় । তা জানি । গায়ের লোকও অনেকেই গাঁয়ে নেই । সোণাপুরে  
মিটিং করতে গেছে । এমন সুযোগ সহজে জোটে না ।

পদ্মা । কিসেব সুযোগ ?

নকুড় । এই তোব সঙ্গ মন খুশে দুটো সুখ ভঃখের কথা কইবার সুযোগ ।

পদ্মা । তোমার সুখ ভঃখের কথা শুনবার জন্য আমার তো শুন আসছে না ।  
তুমি মনঃ মনঃ পূজো পাঠিয়ে দেব । তাই মরণে' যাও না  
অন্তঃকরণে ?

নকুড় । আবার সঙ্গ তুই এমন করিস কেন বলতো পদ্মরাণি ! এত  
অপমান সহ্যে আমার তো কই তোব উপর রাগ করতে পারি না ?

পদ্মা । করলই পাব ? এক তোমার রাগের দাঁশ মানে !

নকুড় । কেন রাগ কারান জানিস ? তুহ ছে'লমানুষ নিজের ভালমন্দ  
বুঝবার ক্ষমতা তোর নেই । শোণ পদ্ম, তোকে একটা খবর দি' ।  
এ অঞ্চলে কেউ এ খবর জানে না । শুধু আমি জানি । সময়ের  
ম্যা'জেষ্টেব সাহেবের নাতিবাবু ছুঁচোর টিন কেরাসিন কিনে রাখবে  
বলে শু'কে শু'জে টিন পা'ছ'না, আমি কেনা দাখে তেল বোম্বার  
করে দেওয়া খুশী হ'ল । চুপ চুপ গোপন খবরটা আমার জানিয়েছে

প্রকাশ পেলো বেচারীর চাকরীটা তো বাবেই জেল হবে বাবে  
সাত বছর।

পদ্মা। (বুহু কৌতূহলের সঙ্গে) খবরটা কি?

নকুড়। আজ বিকেলে এ গীয়ে তাঁর পড়বে। ওরা আসছে।

পদ্মা। (লেম্বানুসো আগ্রহ ও উত্তেজনার সত্যি) আসছে! ছোটগাবুকে  
তো খবরটা জানাতে হবে। তুমি একবার যাও না ছোটগাবুকে  
জানিয়ে এসো?

নকুড়। পাগল হয়েছিল নাকি? আমি বলে তোকে বাঁচাবার জন্য গোপন  
খবরটা তোকে বললাম, ছোটগাবুকে জানাবি কি রকম? জানাজানি  
হলে চারিদিকে ঠেঁচ ঠেঁচ পড়ে যাবে না? তখন কি আর পালাবার  
উপায় পাবো!

পদ্মা। তুমি কেন মানুষ গো দোঁমশার? যারা তোমার এত করলে,  
ধনপ্রাণ বাঁচালে, তোমার, তাদের বিপদে ফেলে পালাবে? পালাবার  
অনুরোধে হবে বলে খবরটা জানাবে না?

নকুড়। ছোটগাবু আর মধুকে জানাব? যারা আমার সর্বনাশ করেছে!

পদ্মা। পোকা পড়লে তোমার মুখে। সবাই যখন দ্বন্দ্ব করে সেদিন  
তোমার দোকান আড়ৎ ঘরবাড়ী লুটে গিয়েছিল, কারা গিয়ে  
বাঁচিয়েছিল তোমার? কাঁপতে কাঁপতে কার পায়ে ধরে বাঁচাও  
বাঁচাও বলে কেঁদেছিলে? তোমার লোক ক'দিন আগে পেছন  
থেকে লাঠি চালিয়ে তীর ভেঁটার ছেলের মাথা কাটিয়ে দিয়েছিল,  
তোমার বিপদে তাও সে মনে রাখে নি। ওরা গিয়ে না পড়লে  
তোমার সেদিন কি অবস্থা হত দোঁমশার? সব লুটেপুটে নিয়ে



## ভিট্টো:মাটি

ধরদোর আশুপ ধরিয়ে তোমায় খুন করে সব চলে যেত । কি রকম  
কেপে ছিল সবাই আখো নি ?

নকুড় । কে ওদের কেপিয়েছিল শুনি ? মাল লুকিয়ে রেখে ওদের ছরবহার  
একশেষ করেছি বলে বলে কে ওদের মাথা খারাপ করে দিয়েছিল ?  
তিন চার হাজার টাকা লোকসান গেছে আমার । কত চেষ্টায় কিছু  
চাল আর তেল সংগ্রহ করে রেখেছিলাম, ভেবেছিলাম আন্তে আন্তে  
বেচে কিছু পরসা করব । ছোটবাবু আর মধু আমার সর্বনাশ করলে,  
বিলিয়ে দিতে হল সব ।

পদ্মা । বিলিয়ে দিতে হল কি গো ? ছোটবাবু না নগদ টাকা দিয়ে সব  
কিনে নিলে তোমার ঠেঁয়ে ? নিয়ে বিক্রীর জন্তে ব্রজ শা'র দোকানে  
জমা রাখলো ?

নকুড় । তুই বড় বোকা পদ্মা । চার হাজার টাকা লাভ হলে রাগীর হালে  
ভোগ তো করতি তুই । আর মাস ছ'য়ের মধ্যে তলে তলে সব  
মাল বেচে দিয়ে টাকাটা গুছিয়ে নিয়ে তোকে সঙ্গে করে চলে যেতাম  
সেই পশ্চিমে । তোর কপালে নেই, আমি কি করব !

পদ্মা । ছ'মাস ধরে বেচতে ? তবে যে বললে ওরা এসে পড়ছে ?

নকুড় । পড়ছেই তো । ও ছিল আমার আগের মতলব । ধবরটা পেলাম  
বলেই তো যেচে ছোটবাবুকে সব বেচে দিলাম । ও মাল আর  
হচ্ছে না, ছয়লাপ হয়ে যাবে ।

পদ্মা । উল্টোপাল্টা কতই গাইলে এইটুকু সময়ের মধ্যে ! তোমার একটা  
কথাও সত্যি নয় । সব কথা বানিয়ে বললে । সেদিন 'আর নেই  
গো দে'মশায়, যা খুসী গুজব রটাবে আর চোখ কান বুজে সব বিশ্বাস

কবব। কি করে কাকি ধবতে হয় স্ত্রীতানিদি আশাদের শিথিরে দিয়েছে। ছোটবাবুর কাছে কেঁদে কেঁদে বাট মেনেছিল বলে এতক্ষণ কথা কইলাম তোমার সঙ্গে, হীরু জেঠাব ছেলের তুমি মাথা ফাটিয়েছিলে তবু। এবাব যাও দে'মশায়।

নকুড়। চল, একসঙ্গেই যাই। আর দেয়া করা সত্যি উচিত নয়। তোকে হাঁটতে হবে না, ঘবের পেছনে আমবাগানে পাকো এনে রেখেছি।

পদ্মা। (সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আঁচলেব খুঁটে বাঁধা বড় একটি হুইসল হাতে নিয়ে নাভাচাড়া করতে করতে) আমার ধবে নিয়ে যেতে এসেছ ?

নকুড়। ছেলোমাস্থ, নিজের ভালমন্দ বুঝবার বয়স তোর হয় নি। মিথ্যে বলি নি পদ্মা, আদ্র ওবা এসে পড়বে। গাঁকে গাঁ উজার করে দেবে, মেয়েদের ধরে নিয়ে যাবে। কেউ কি বাঁচবে ভেবেছিল ?

পদ্মা। তুমি নিশ্চয় বাঁচবে। হাতে পাখে ধবে তুমি কাঁদতে আরম্ভ করলে তোমাং ওরাও মারতে পারবে না। দলে ভণ্ডি করে নেবে—জুতো সাফ করাব অন্ত।

নকুড়। তামাসার কথা নয় পদ্মা। আজ মাঝরাতে হয় তো সব এসে পড়বে, বিছানা থেকে তোকে টেনে নিয়ে যাবে, বিশ পঁচিশ জনে মিলে অত্যাচার করবে, তারপর উলঙ্গ করে গাছের সঙ্গে বেঁধে পুড়িয়ে মেরে ফেলবে। কেউ তোকে বাঁচাতে পারবে না। আমার সঙ্গে চল, কান্ধী গিরে থাকব হুঁজনে, চাকর দাসী রেখে দেব, গা ভরা গয়না দেব, দামী দামী কাপড় দেব, রাণীর মত স্নখে থাকবি।

পদ্মা। তুমি বড় বোকা দে'মশায়। বোকার মত ভয় দেখালে। রাণীর মত স্নখে থাকবার জন্য যদি বা তোমার সঙ্গে যেতাম, বাবাকে

## ভিটে মাটি

ও ভাবে মরতে রেখে তো যেতে মন উঠবে না।

নকুড়। তাকে যেতে হবে। একুনি যেতে হবে। নিতে যখন এগেলি, না নিয়ে যাব না।

পদ্মা। না গেলে ধরে নিয়ে যাবে তো গাঃর জোঃর ? একা এগেই, না লোক আছে সঙ্গে ?

নকুড়। লোক আছে। জোর জবাবদস্তি কংতে চাই না বলে তাঁদের বাড়ীর মধ্যে আনি নি। নিজের টেছেতেই তুই চল পদ্মা, কটা ছোট ভাতের লোক তাকে ধোঁবে, আমার ভা ভাল লাগ না।

পদ্মা। ডাকো না তোমার লোককে, আমার ছোঁবার চেষ্টা করুক।

ন কুড়। ( পদ্মার নির্ভর নির্ভর ভান দেখে একটু ভড়কে গিয়ে ) কি করবি তুই ? কি ভোর করার ক্ষমতা আছে ! ডাকলেই ওরা এসে মুখে কাপড় গুঁজে ধরে নিয়ে যাবে। কি বরে ঠেকাবি তুই ? ভোর বাবা বাড়ী নেই, গায়ে চ'চাজনের বেশী পুরুষ নেই। কে তাকে উদ্ধার করতে আসবে ? ( সন্দেহভাবে ) ভোর হাতে ওটা কি ?

পদ্মা। অস্ত্র। তোমার মত এনি ভাবে এসে কেউ যাতে আমাদের মুখে কাপড় গুঁজে ধরে নিয়ে যেতে না পারে সেইজন্য সূতাদি এই অস্ত্র দিয়েছে। গাঁয়ের সব মেয়েকে একটি করে দেওয়া হয়েছে। তোমার বৌ থাকলে সেও একটা পেত।

নকুড়। কি অস্ত্র ? পিস্তল নাকি ?

পদ্মা। পিস্তল নয়, বাঁশী। আমাদের বাড়ীটা অল্প সবার বাড়ী থেকে একটু দূরে কিনা, তাই আমরা সব চেয়ে বড় বাঁশীটা দেওয়া হয়েছে। পাঃর বাঃর বেঁঃবেষি বাড়ী, তাদের ছোট টিনের বাঁশী,—সক

## ভিটে মাটি

আঙুর'জ বেরোর। আমার এ বাঁশীটা সদর থেকে কন্যা, চিনের  
বাঁশীগুলো বানিয়েছে মদন কন্ডোকার। একাদশ ও তিন কুড়ি  
বাঁশী বানাতে পারে।

নকুড়। বাঁশী! তাই বল।

পদ্মা। বাঁশী বলে গেরাছি হল না বুঝি? আমি এটা মুখ তুললে কি হবে  
জানো? এদিকে ক্ষেস্তি, বসুল, পদ্মাপিণী, মনোর মা, ভদ্রিক  
ছুতোর বৌ, মাখনের মা, জামাবালী, তার ভাই পাশ্চিম বিশ্ব,  
কৈবর্তী, মালতী ওরা সবাই শুনেতে পাবে। সঙ্গে সঙ্গে আঁচলে  
বাঁধা বাঁশী মুখে তুলে দু'দেবে, নয় গো, শাঁখ বাজাবে সেই বাঁশী  
শুনে দূরে দূরে যত বাড়ী আছে সব বাড়িতে বাঁশী আর শাঁখ বাজতে  
থাকবে। সারা গায়ে চৈ চৈ পড়ে যাবে এক দণ্ডে। পুরুষ যারা  
আছে হু'দশজন তারা নাটসোটা নিয়ে আব মেয়েরা আশবটি নিয়ে  
ছুটে এসে হোমাদের দফা নিকেশ করবে। তার মধ্যে আমিও  
তোমাদের হু'একজনের দফাটা নিকেশ করে রাখব।

নকুড়। তুই তবে যাবি নে পদ্মা? সত্যি যাবি নে? পাঙ্কী কিয়দে নিয়ে  
যাব?

পদ্মা। তাই যাও ভালর ভাগ্য।

(নকুড় তবু একমুহূর্ত ইতস্ততঃ করল। লোভানু-  
তোষে পদ্মাকে দেখতে দেখতে সে বেন হঠাৎ তাকে  
আক্রমণ করে মুখ চেপে ধবার সম্ভাবনার কথাই  
বিবেচনা করতে লাগল। তারপর পদ্মার বাঁশী ধরা  
হাতটি ধীরে ধীরে মুখের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে দেখে

## ভিটে মাটি

(তার যেন চমক ভাবল। আরও এক মুহূর্ত পদ্মার  
দিকে ডাকিলে থেকে সে চলে গেল।)

পদ্মা। (আপন মনে) মনে মনে ছানি খুঁজা দাঁড় সব ছেলেমানুষী,  
এ ছেলেখেলাব বাঁশী কোন কাঁকর লাগবে না। কাজে তো লাগল!  
বাজিয়ে দিলে হত বাঁশীটা বুড়োব বিছু শক্ষে হত। ব্যাটা লোক  
দিয়ে পেছন থেকে লাঠি মেরে সে মানুষটার মাথা কাটিয়েছে!  
যাক গে, মরুক। পাগলামি যা করছে, আমার জন্তেই তো।  
মাথা খারাপ হবে গেছে। রাগ ও হয়, মায়াও হয় বুড়ো  
ব্যাটার জন্তে।

(ছইসল ও টিনের বাঁশীর আওয়াজ শুনে উৎকর্ষ  
হয়ে)

বাঁশী বাজছে না? কার বাড়ীতে আবার কি হল! আমাকেও  
তো বাজাতে হয়! (সজোরে ছইসেলে ফুঁ দিল) আঁশবটি  
নিরে যাব নাকি? নিরেই যাই, ছুঁ এক কোপ যদি বসাতে পারি  
কোন হতচ্ছাড়া চোর ডাকাতকে।

(পদ্মা বাইরে যানার উপক্রম করতে নকুড়ের গলার  
কাঁধের উড়ানিটি বেঁধে রামঠাকুরে তাকে টানতে টানতে  
নিরে এল। রামঠাকুরের হাতে মোটা একটি লাঠি।)

রামঠাকুর। ধরেছি পদ্মা। চোরের মত বাড়ী থেকে বেরিয়ে  
পেছনে আমবাগানে পাঁচ ছ'টা যণ্ডা যণ্ডা লোকের সঙ্গে কিসকাস  
করছিল। হাঁক দিতেই তারা ভেগেছে। ভাগবে আর কোথায়,  
বে শ্রামের বাঁশী বাজিয়ে দিয়েছি। গিল্লীর বাঁশীটা জন্তে কোমরে

গোজা ছিল।

পদ্মা। করেছ কি ঠাকুরমশায়? এখুনি যে গাঁবের মেয়ে পুরুষ ছুটে এসে জড়ো হবে। দে'মশায় বিদেয় নিয়ে চলে যাচ্ছিল যে।

নকুড়। ও পদ্মা, বাঁচা আমার। গলার ফাঁস লাগল। (রামঠাকুর উড়ানি খুলে নিতে) সবাই এলে বলিস কিছু আমি কিছু করি নি, আমি চলে যাচ্ছিলাম। গোড়াতেই স্পষ্ট করে বলিস পদ্মা। তোর বলতে বলতে যেন কেউ কোপটোপ না বসিয়ে দেয়।

রামঠাকুর। রাম, রাম! বিদেয় কান্না কান্নাতে এসেছিল তাকি জানি আমি! বাজা বাজা শাঁখটা বাজা শীগগির।

(পদ্মা শাঁখ মুখে তুলে তিনবার বাজালো। চারিদিকে বাঁশীর শব্দ মিলিয়ে গেল।)

নকুড়। তিনবার শাঁখ বাজালো কেউ আসবে না নাকি?

পদ্মা। আসবে। বাঁশী শব্দন বেজেছে পাড়ায় বার। পাহারা দেয় তাদের একজন খোঁজ নিতে আসবেই। সঙ্গে শাঁখ এনে তুমিও তো তিনবার বাজিয়ে দিতে পারতে!

নকুড়। তা দিতাম না পদ্মা, দিতাম না। আমি তোর অনিষ্ট করতে চাই নি। তোকে আমি ছেলেবেলা থেকে মেহ করি পদ্মা।

রামঠাকুর। কার ছেলেবেলা থেকে?

মধুর প্রবেশ। মাথায় এখনো তার ব্যাগুজ বাঁধা।  
হাতে মোটা একটা লাঠি। সঙ্গে ছোটলাল, কানের,  
আমিরন্দীন, আজজ ও শবু।

শবু। কি হয়েছে পদ্মা?

পদ্মা। দে'মশায় আমার কোন অনিষ্ট করতে না চেয়ে একটা পাকী আর

## ভিটে মাটি

পাঁচ সাত জন বণ্ডা গোছের লোক সাথে নিয়ে এসেছিল—

নকুড়। আমি তোর কিছুই করিনি পদ্মা।

পদ্মা। ভয় পাচ্ছ কেন দে'মশায় ? আমি কি বলেছি তুমি কিছু করেছ ?  
তারপর আমার কোন অনিষ্ট না করেই দে'মশায় চলে যাচ্ছিলেন,  
ঠাকুরমশায় দেখতে পেয়ে বাঁশী বাজিয়ে গলায় গামছা দিয়ে টেনে  
এনেছেন।

রামঠাকুর। গামছা নয়, উড়োনি। পুজোর ফুল পাতা নৈবিদ্য বাঁধা হয়,  
এ উড়োনি অতিশয় পবিত্র। গলায় দিলে কারো অপমান হয় না।  
স্পর্শে বরং পুণ্য হয়।

মধু। দুর্ঘ্যতির কি তোমার শেষ নেই দে'মশায় ? কখনো ভুলেও সোজা  
পথে চলতে পার না ? মাঝে মাঝে সাধ যায় তোমার মনটা কি  
দিয়ে গড়া তাই দেখতে। আধ পেটা খেয়ে দিন কাটত, নিজের  
চেঁটার অবস্থা কিরিয়েছ, ঘরবাড়ী টাকা পরসী লোকজন কোন কিছু  
অভাব তোমার নেই। ছুঃখকষ্ট সয়ে উন্নতি করার কথা বলতে  
লোকে তোমার কথা বলে। তুমি তো অপদার্থ নও। বুদ্ধিমান  
লোক তুমি। সাধ করে কেন বাঁকা পথে চলে অজ্ঞার কাজ কর ?  
ভাল কর না কর, পরের ধানে মই না দিয়ে শুধু মানিয়ে  
চললে দশজনে তোমার নাম করত, খাতির করে চলত  
তোমার। তার বদলে অজ্ঞার কাজ তুমি করেই চলেছ একটার পর  
একটা। তিন গাঁয়ের মাল্লব এক হয়ে তোমার ঘরদুয়ার আগিয়ে  
তোমাকে খুন করতে গেল, গাঁয়ের বাস ভুলে তোমার বেশছাড়া  
হতে হচ্ছে, তখনও তোমার এট মতিগতি !

নকুড়। ( ভেজের সঙ্গে ) তুই আমাকে তব্ব কথা শোনাস না মধু।

মধু। আবার তুই তোকারি আরম্ভ করলে ?

নকুড়। মারবি ? আর মধু, মার। আর তোকে আমি ভয় করি না।  
তোর বাহাদুরী ঢের সয়েছি, আর সহিব না। আর এগিয়ে, এই  
বুড়ো বয়েসে তোর সঙ্গে আজ আমি হাতাহাতি মাবামারি করব।  
আর বলছি পাজী বজ্জাত হাবামজ্জা—গাল দিলাম যাত। বলে,  
মারমুখে হয়ে আর দিকি একবার। তুই একটা ছোরা নে, আমার  
একটা ছোরা দে। একটা হেস্তনেস্ত হয়ে বাক তোতে আমাতে।  
কইরে শুয়ার আর ? আজ যে বড় গাল শুনেও রাগ হচ্ছে না  
তোব ! বাপ তুলে গাল দেব ?

মধু। মুখ সামাল দে'মশায় !

নকুড়। তোর ভয়ে ? গায়ে তোর জোব বেঙ্গী বলে ? গাঁয়ে মেয়েগুলো  
পর্যন্ত ভয় ডব ভুলেছে, কোমবে ছোবা গুঁজে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছে,  
আমি পুরুষ হয়ে তোকে ডবাব ? নে, গাল আব দেব না কিন্তু খুন  
তোকে আজ আমি করব মধু। নয় তোর হাতে আজ খুন হব।  
তুই আমাকে সাতপুরুষের ভিটে ছাড়া করেছিল, কুকুর বেড়ালের  
মত আমার গাঁ ছেড়ে পালাতে হচ্ছে, তোকে যে জ্যান্ত রেখে  
বাঁচিলাম কেন তাই ভাবি। লাঠি, ছোরা, রামদা, বা খুসী একটা  
নে মধু, চ' ছজনে বাগানে যাই।

শম্ভু। কেন মাথা গরম করছ দে'মশায় ? রওনা হয়ে বেরিয়েছ বাড়ী  
থেকে, যেখানে বাঁচ্ছিলে চলে যাও।

কাদের। কত বড় ধারাপ মতলব নিয়ে এ বাড়ী ঢুকেছিলে, ভুলে গেছ এরি  
মধ্যে ? জেলে না দিবে তোমার এনারা ছেড়ে দিলে। তুমি  
আবার হাঁহুতবি করছ !

রামঠাকুর। এ লোকটা কি !



## ভিটে মাটি

নকুড়। (সকলের মন্তব্য অগ্রাহ্য করে, রামঠাকুরের হাতের লাঠি কেড়ে নিয়ে) বাগের ব্যাটা যদি হোস মধু, লাঠি নিয়ে বাগানে চল।

মধু। (হেসে) চলো। এত যদি লাঠি চালাতে তান দে'মশায়, পেছন থেকে লাঠি মেরে জখম করেছিলে কেন? সামনাসামনি আসতে পার নি সেদিন?

নকুড়। আমি লাঠি মারি নি। আমার লোক মেরেছিল। আজ সামনাসামনি মারব।

পদ্মা। (মধুকে) বেণু না তুমি। দে'মশায়ের মতলব আমি বুঝছি। তোমার হাতে খুন হয়ে তোমাকে ফাঁসি দেওয়াতে চায়।

মধু। এত কাণ্ড করেও তোমার সাধ মিটল না? বাবার আগে আবার একটা হাঙ্গামা করতে চাও?

নকুড়। আমি যদি না যাই!

রামঠাকুর। সে কি হে? পক্ষী বেয়ারা সঙ্গে নিয়ে তুমি না বিদায় কান্না কাঁদতে এসেছিলে? এখন বাব না বলছ কি রকম?

নকুড়। কেন বাব? আমার সাতপুরুষের ভিটে মাটি ছেড়ে আমি বাব কেন? কি করেছি আমি!

রামঠাকুর। তা বটে।

নকুড়। নিজের পরসাদ দিয়ে জিনিষ কিনেছি, আমি তা মাটিতে পুঁতে রাখি, জললে লুকিয়ে রাখি, খানা ডোবায় কেলে দিই, তোমাদের বলবার কি অধিকার আছে? আমার অন্তর কোথায়! যার পরসাদ নেই, বে কিনতে পারে না, সে এসে ভিক্ষে চাইল না কেন, আমি ভিক্ষে দিতাম। গায়ের জোরে ইচ্ছামত দান দিয়ে কিনবার কি অধিকার আছে তোমাদের?

সকলে হেসে কেলে, পদ্মা শুদ্ধ। নকুড় চেয়ে থাকে উদ্ভ্রান্তের মত বিজ্ঞান দৃষ্টিতে।

## পঞ্চম দৃশ্য

আসন্ন সন্ধ্যা। গ্রামের পথ, কাছাকাছি কয়েকখানা  
খড়ে ছাওয়া মাটির ঘর। একদিকে গাছপালা  
ঝোপ বাড়। অল্পদিকে মাঠ, ক্ষেত। চারিদিক  
নিঃশব্দ, পাখীর ডাক ছাড়া কোন শব্দ শোনা যায়  
না। ঝোপের আড়ালে লুকানো দু'জন লোক ছাড়া  
আশেপাশে মানুষ চোখে পড়ে না। লোক দুজনের  
লুকিয়ে থাকার জন্য নির্জনতা কেমন রহস্যময় মনে হয়।  
সেই রহস্যের অন্তর্ভুক্ত আরও গভীর হয়ে ওঠে  
মাঝে মাঝে দু'একজন চাষী শ্রেণীর লোকের ভীত সম্ভব  
ভাবে এলিক ওলিক তাকাতে তাকাতে প্রবেশ করার।  
তারা নিঃশব্দে চলে যায়।

তারপর প্রবেশ করে শম্মু ও ভূষণ। দুজনে প্রায়  
সমবয়সী, শম্মুর চেয়ে ভূষণকে একটু বেশী বড়ো  
লেখায়। গাছের আড়াল থেকে শম্মু ও মাধন  
বেরিয়ে আসে।

শম্মু। খবর কি খুড়ো ?

ভূষণ। নতুন খবর আর কি। ওই গুজবটাই শুনাছি, আজকালের মধ্যে  
গাঁয়ে হানা দেবে।

শম্মু। আজ রাতে এলেই বিপদ।

## ভিটে মাটি

মধু। আজ রাতে এলেও বিপদ, কাল রাতে এলেও বিপদ। বিপদ যা তা আছেই।

মাখন। আমি বলি, দিনের চেয়ে রাতে এলেই ভাল। মেয়েছেলে গরুবাছুর নিয়ে বন জঙ্গল খানা ভোবায় লুকিয়ে পড়া যায়, শুঁতোও দেয়া যায় ফাঁকতালে ছ'একটাকে ছ'এক যা।

ভূষণ। আর শুঁতো দিয়ে কাজ নেই বাপু, চের হয়েছে। শুঁতোর ঠেলা সামলাতে প্রাণ গেল।

মাখন। যাবার জন্তুই তো প্রাণ।

ভূষণ। তোর তামাসা রাখ মাখন। সব সময় ভাল লাগে না তামাসা।

শঙ্কু। মোর ভাবনা আজ রাতের লেগে। রাতে মোর পাহারা নয়ানদীঘির মোড়ে। ঘরটা থাকবে খালি। বলায়ের মা থাকবে বলেছে বটে রাতে মেয়েটার কাছে, তা মেয়েমানুষ তো বটে দুজনাই। কি করবে, কোনদিকে যাবে দিশেমিশে পাবে না হয় তো।

মধু। মোরা তো আছি। কিছু হলে পৌঁছে দেব'খন গড়ে। কিন্তু তোমার আবার পাহারায় দিলে কেন সামন্তমশায়, মোরা এত বোয়ান মক থাকতে ?

শঙ্কু। (সগর্বে) আমি যেচে নিইছি। সবাই বলে এই করেছি, ওই করেছি, আমি পারি নে? বুড়ো এখনো হাইনি বাপু, নিজেকে যতই বোয়ান ভাবো।

মধু। তা রাতে কেন? দিনে পাহারা নিলেই হত।

শঙ্কু। যেমন লিট করেছে।

মধু। আজ্ঞা, কাল আমি তা ঠিক করে দেব সামন্তমশায়।

## ভিটে মাটি

(পদ্মা এল শঙ্কুরা যেদিক থেকে এসেছিল তার অপর দিক থেকে।)

পদ্মা। বাবা! বাবা!

শঙ্কু। কি ছোটোছুটি করিস পদ্মি, বয়েস হয় নি? খুঁকীট আছিল এখনো?

পদ্মা। খপর দিতে এলাম।

শঙ্কু। কি খপর?

পদ্মা। আজ রাতে পাহারায় যেতে হবে না তোমার। নিতুর বাবা আর

\* রসিক মামা বললো আমার।

শঙ্কু। বাড়ী এয়েছিল?

পদ্মা। এঁা? বাড়ী? মোনের বাড়ী? না তো।

শঙ্কু। কোথায় বললো তবে তাকে?

পদ্মা। আমি গিছলাম কিনা মাইতি বাড়ী।

শঙ্কু। কেন গেছলি মাইতি বাড়ী?

পদ্মা। এমনি গেছলাম!

শঙ্কু। সত্যি বল পদ্মি কেন গেছলি তুই মাইতি বাড়ী। ও বাড়ীতে  
ওনারা পরামর্শ করতে জড়ো হন, ওখানে তোর বাবার কি দরকার?

পদ্মা। তোমার শুধু কেন আব কেন। কেন এই করেছিস, কেন ওই  
করেছিস। ভাল খপরটা দিলাম।

শঙ্কু। কেন গেছলি বল পদ্মি।

পদ্মা। তোমার কথা বলতে গিছলাম।

শঙ্কু। কেন? আমার কথা বলতে গেছলি কেন?

পদ্মা। যাব না? চপ্পুর রাতে বেরিয়ে সারারাত তুমি বাইরে কাটাবে,

## ভিটে মাটি

ঠাণ্ডা লাগবে না তোমার? অস্থখ করবে না? সখ হয়েছে,  
দিনের বেলা পাহারা দিও।

মাখন। মন্দ কি করেছে কাজটা? বুদ্ধি আছে তোমর পদ।

পদ্মা। নেই ভেবেছিলে নাকি তবে? নিতুর বাপ কি বললো জান  
মাখনদাদা, বললো—ভাগ্যে তুই এসে বললি পদ, নয় তো ভুল করে  
বুড়ো মাল্লখটাকে রাতের পাহারার পাঠিয়ে মুষ্কিল হত অস্থখ বিস্থখ  
হলে।

শঙ্কু। ( গুম খেয়ে ) ছোটলাল যদি বাগ করে ?

মধু। ( হেসে ) ক্ষেপেছ নাকি সামন্তমশায় ? ছোটলাল যা করে সবায়  
সাথে পরামর্শ করেই করে। কারো চাষ্য কথা অমাত্র করে না  
কখনো। বার বার মোদের বলেছে শোন নি—সে হাকিম, না  
পুলিশ, না জমিদার যে ছকুম জারি করবে ?

মাখন। লোক ভাল ছোটলাল। এত বড় বৃকের পাটা কিন্তু কি নরম  
মাল্লখটা। আবার গরম হলে আগুণ।

মধু। কথা বলে খাঁটি। বলে, আমার একার কথা কি কথা ? তোমাদের  
যদি বোঝাতে পারলাম তেঁা ভাল, না পারলে তোমাদের কথার পবে  
আর কথা নেই। কি ভাবে বোঝালে মোদের, কি ভাবে সামলালে।

ভূষণ। ছোটলাল দেখি দেব্ তা হয়ে উঠেছে তোমাদের।

মধু। দেব্ তা কিসের ? বহু।

মাখন। তুমি হও না দেব্ তা ?

ভূষণ। চল হে চলো, আমরা যাই।

পদ্মা, শঙ্কু ও ভূষণ চলে গেল। একটু পরেই ছুটে  
পদ্মা ফিরে এল।

## ভিটে মাটি

পদ্মা। মাখনদাদা, কত বড় পেরারা হয়েছে জ্ঞাখো। ভিটে এনেছি তোমাদের জন্য।

মাখন। আমি ছোটো মধু একটা তো ?

পদ্মা। ভাগ নিয়ে তোমরা কামড়াকামড়ি কর। আমি কি জানি ?

পদ্মা চকল পড়ে চলে গেল।

মাখন। ( পেরারা খেতে খেতে ) আজকালের মধ্যে মোদের গাঁয়ে হানা দেবে শুনছি পাঁচ সাতদিন ধরে। কদিন এমন চলবে ?

মধু। বন্ধিন ওনারা চালান। কাল পলাশপুরে ছৌঁ মেরেছে। আজকালের মধ্যে মোদের জুনপাকিয়ার আসতে পারে, আশ্চর্য্য কি ?

মাখন। আসেই যদি তো আশুক, চুকে বুকে যাক। যে কটা মরে মরুক যে কটা ঘর পোড়ে পুড়ুক।

মধু। গায়ের ঝাল কিছু ঝাড়বেই, সে তো জানা কথা। হেথায় হালামা বলতে গেলে কিছুই হয় নি, তবে ওদের কি আর বাছ বিচার আছে। এ ছদ্দিনে বাঁচবার জন্য একসাথে মিলছি, এটাই মন্ত দোষ হয়েছে হয় তো। পলাশপুরও যখন বাদ গেল না, জুনপাকিয়া সহজে ছাড়া পাবে না।

মাখন। কিন্তু মেয়েদের ইজ্ঞৎ !

মধু। সেটা কি আর মোরা বেঁচে থাকতে বাবে ?

মাখন। গেছে তো অনেক বাগায়, পুরুষরা বেঁচে থাকতেও।

মধু। জুনপাকিয়ার বাবে না।

মাখন। তোর জুনপাকিয়াও অন্য গাঁয়ের মতই মধু।

মধু। সে তো ঠিক কথাই। একি আর একটা গাঁয়ের বাহাজুরী দেখানোর

## ভিটে মাটি

ব্যাপার ? কখনো যা ঘটে নি তাই ঘটলো বটে, তবু একজন একা বীর হলে কি হবে। দশটা গাঁর বীরকে কি হবে। এটা কি আনিস, বড় একটা চিহ্ন শুধু। তবে ছোটলাল বলে, যা করার তা করতে হবে, যা সওয়ার তা সহিতে হবে। দিন তো আসবে একদিন মোদেরও। আব সব সবে যাব, মেয়েদের ওপর অত্যাচার সহিব না। সরিয়ে ফেলে, লুকিয়ে রেখে, বাঁচাবার ব্যবস্থা করেছে ওদের—তবু যদি ওদের ওপর হেঁ মারতে যার, তখন আর সহিব না। প্রাণ থাকতে নয়। তাই বলছিলাম, মোরা বেঁচে থাকতে জুনপাকিরার মেয়েদের ডর নেই। সবাই মরলে তার পর যা হবার হবে।

মাখন। মুখ বুজে সহিব, এ যেন এখনও মার কেনন ঠেকে।

মধু। ওই যে ছোটলাল বললেন, যা করার তা করতে হবে। মুখ থাকতে মুখ বুজবো কেন ? তবে যে যার খুসী যত বললে আর করলে কি কোন লাভ আছে।

মধু। তোকে বলি মাখন, কারু কাছে ফাঁস করিস না।

মাখন। তোতে আমাতে বেকাঁস কথা কইবার কি আছে শুনি ?—কে ? কে যার ?

চান্দর মোড়া এক মূর্তি এল। দ্রুতপদে আসছিল,  
ধমকে দাঁড়াল। কণ্ঠস্বর ভয়ানক।

আগন্তুক। আমি, আমি। আমি বাবা, আমি।

মধু। সৈন্যসার ? এমন করে আগাগোড়া চান্দর মুড়ি দিয়েছ কেন ? মুখ দেখার ঘো নেই, যেন কনে বোঁটি।

নব্বুফ। যা শীত বাবা।

মধু। সন্দেশে বোলাই এত শীত ?

মাখন। তা, এই শীতে কোথা গিয়েছিলে খুড়ো ?

নকুড়। বুড়ো মানুষ বাবা, একটু শীতে কাঁপন ধরে। হাড় কন কন করে।  
তোমাদের বয়েস কি আছে বাবা।

মধু। এমন বুড়ো তুমি নও দে'মশায়। তোমার চেয়ে বুড়ো লোক রাতে  
পাহারা দিচ্ছে।

মাখন। বিয়ে তো করলে এই শীতে ডুশন খুড়োর মেয়েটাকে। এমন  
চানর মুড়ি দিয়েছিলে নাকি বিয়ের আগেরে? আচ্ছা, সে নয়  
খুড়ীকে শুধোবো কেমন কঁপেছিলে ঠক ঠক করে বিয়ের রাতে।  
এখন বল দিকি, গিছে কোথা?

নকুড়। এই কি জানো, গিছলাম বাবা বোরগাঁ, বোনাইবাড়ী। তোমাদের  
খুড়ী কাল থেকে কঁপে আছে, খালি বলে যাও, যাও, থপর নিয়ে  
এসো মোর বোনের। তা' করি কি যেতে হল।

হৃদয় এলো। পরনের গামছা হাঁটুতে নামে নি।

আটহাতি ছেঁড়া মোটা ধুতিটি চানরের মত গায়ে  
জড়ানো। হাতে একটা মোটা লাঠি। সহজ,

সরল চাবী-মজুর—একটু বোকসোকা।

হৃদয়। দেখলে খুড়ো? লাগাল ধরেছি ঠিক। বললে কিনা, মাঠে বাবি  
তো যা হিন্দর, তত খনে বর পৌছে বাব। হিন্দরের সাথে পাল্লা দিয়ে  
পারলে খুড়ো? ধরিছি না গায়ে চোকার আগে! পরশা কটা  
কিন্তুক আজ দিতে হবে খুড়ো। খুঁটির দা নয়তো খেয়ে কেলবে বোকে।

মাখন। খুড়োর সাথে গিছেলে নাকি হিন্দর ?



## ভিটে মাটি

নকুড়। হ্যাঁ বাবা, হিন্দুকে সাথে নিছলাম। আর হিন্দু, বাই।

পরসা দেব তোকে আজই।

মাখন। দাঁড়াও খুড়ো, একটু দাঁড়াও। বলি ও হিন্দু, বীরগাঁ গেলে একবার বলে যেতে পারলে না মোকে? একটা চিঠি দিতাম ছোট মহালের নাথেককে?

হুদয়। বাঃ রে কথা! বীরগাঁ? বীরগাঁ গেলাম কবে? খুড়ো বললো হিন্দু, খাসধুরো বাবি আসবি মোর সাথে, নশগুণ্ডা পরসা পাবি। আমি বললাম, খুড়ো, নশগুণ্ডা নয়, এগাব গুণ্ডা দিতে হবে, সাত কোশ রাস্তা। তা খুড়ো বললে, হুদয়, আটগুণ্ডা যদি নিস তো যেতে পাবি পেট ভবে, ভাত রুটি মাংসো বিস্বিউট—ব্যাটা জীবনে খাস নি! খুড়ো মোকে ব্যাটা বললে, শুনছো? খুড়ো বলে ডাকি, মোকে বললে ব্যাটা!

নকুড়। ব্যাটা পাগল।

মাখন। খুড়ো, খাসধুরো গিছে কেন?

নকুড়। তোর ভাতে দরকার? মোর যেখা খুসী যাব।

মাখন। চটছো কেন খুড়ো। আমাদের কি দরকার, গাঁয়েব সোক বে জানতে চাইবে, নকুড় খুড়ো এত ঘন ঘন খাসধুরো যায় কেন, ওনারের খাস আড্ডা। তলে তলে কারবার করছে নাকি ওনারেব সাথে?

নকুড়। বড় তোরো বাড়াবাড়ি করিস বাপু। আমি গেলাম দর জানতে সর্বে আর সোণার, কিসের আড্ডা কাদের আড্ডা কিসের কি, আমি তার কি জানি। তোদের খালি সন্দেহ বাত্বিক।

মধু। সর্বে আর সোণার দর?

## ভিটে মাটি

নকুড়। না তো কি ? সর্ষে কিছু ধরা আছে, ভেবেছি নতুন সর্ষের  
সাথে মিশিয়ে বেচব। তা খুড়ী তোদের গৌ ধরেছে, সাতদিনের  
মধ্যে গয়না চাই। হঠাৎ বিয়েটা হল, গয়নাগাঁটি তৈরী তো হয় নি  
কিছু। বত বলি সময় মন্দ, দু'দিন বাক, খুড়ী তোদের কথা শোনেন না।  
মাখন। ছেলেমানুষ তো, পদির চেয়ে ছেলেমানুষ। ভাবছে হয় তো ফাঁকি  
দেবে।

নকুড়। তামাসা রাখ মাখন।

মাখন। তামাসা কি খুড়ো, এমন গৌ তোমার বিয়ে করার বে শেষে  
ভূষণ খুড়োর ওই কচি মেয়েটাকে বিয়ে করে বসলে, গাঁয়ের লোককে  
দেখিয়ে দিলে বিয়ে তোমার ঠেকায় কার সাধ্য ! ভাবলে বুঝি বে  
গাঁয়েব লোককে জব্ব করলে বিয়ে করে। তোমার তামাসায় আমার  
হাসছি কদিন। তা বাক গে খুড়ো সে কথা, সর্ষের ব্যাপারটা কি  
শুনি।

নকুড়। তোদের বড় জেরা বাপু।

মাখন। জেরা কিসের খুড়ো, সর্ষে বেচে খুড়ীকে গয়না দেবে এ তো সুখবর,  
আনন্দের কথা। দশবিশ হাজার বা জমা আছে টাকা তোমার,  
তাতে তো আর গয়না হবে না খুড়ীর—সর্ষে না বেচা হলে বেচারী  
ফাঁকিতে পড়বে। তা সর্ষে বেচলে ?

নকুড়। ভাল দর পেয়েছি। ভাবলাম চুপি চুপি বেচে দেব কাউকে না  
জানিয়ে, তা তোদের জালায় কি চুপচাপ কিছু করার বো আছে।

মাখন। সর্ষে দেখাবে খুড়ো ?

নকুড়। আরে বাবা, সে কি হেথায় রেখেছি ? বীরগাঁয়ের বোনারের  
ওখানে আছে।

## ভিটে মাটি

মাখন। গল্প বানাতে গুস্তান বটে তুমি খুড়ো। বলি হিন্দর, খুড়ো কোথা কোথা গিছ্‌লো রে খাসধুরায় ?

হুদর। কে জানে বাবা। মোকে হীকর তেলেভাজার দোকানে বসিয়ে রেখে খুড়ো গেল খালধারে তাঁবুর দিকে। তারপর কোথা কোথা গেল ভগবান জানে।

নকুড়। (তাড়া দিয়ে) হয়েছে, হয়েছে। আর হিন্দর, যাই আমরা।

মাখন। একবার মাইতি বাড়ী হয়ে যেতে হবে খুড়ো।

নকুড়। তোর হুকুমে নাকি ?

মাখন। ছি ছি, হুকুম কিসের। এই জোড় হাতের আবদারে। মধু, খুড়োর সাথে ঘুরে আসছি মাইতি বাড়ী। হিন্দর, তুমিও এসো সাথে। ভয় নেই। যা যা শুধোবে, ঠিক ঠিক জবাব দিও।

গজর গজর করতে করতে নকুড় চলে গেল। সঙ্গে গেল মাখন ও হুদর। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল চারিদিক। সন্ধ্যার অন্ধকার আরও গভীর হয়ে এল। দূর থেকে শোনা গেল এক শাখের আগুয়াজ —বহুদূর থেকে।

মধু। একটা শাখ! সাঝেও তো শাখ বাজানো বারণ। কারও বাড়ীতে ভুলে গেল নাকি ?

তারপর কাছে ও দূরে অনেকগুলি শাখ একসঙ্গে বেজে উঠল। মধু তার হাতের শাখটি মুখে ভুলে বাজাল। দূরে শোনা গেল কোলাহল আর্ডনাদ ও নমদাম শব্দ। মধু ছুটে গেল গাঁয়ের দিকে।

তারপর আবার ছুটে ছুটে করে এল, সঙ্গে পদ্মা।

## ভিটে মাটি

মধু। কি বলে তুই এ দিকে এলি বল দিকি।

পদ্মা। না এসে থাকতে পারলাম না। মনে হল এদিকেই ওরা আসছে,  
কি জানি তোমার কি করবে।

মধু। তাই তুই বাঁচাতে এলি আমার। যদি বা বাঁচতাম—এবার ছুজনেই  
মরব। অত করে শিথিয়ে দিলাম, গড়ের ধারে যেখানে গিয়ে লুকোবে  
সব, সেখানে যাবি। তুই এলি এদিক পানে ছুটে!

পদ্মা। তোমার বোনকে পাঠিয়ে দিয়েছি সেখানে।

( কোলাহল কাছে এগিয়ে আসে )

মধু। বেশ করেছিল। কি করি এখন তোকে নিয়ে আমি।

পদ্মা। আমার জন্তে ভেবো না। ছ'জনে লুকোই চলে। ওরা বুঝি এল।

মধু। এই পুকুরে নাম গিয়ে। পানায় গলা ডুবিয়ে থাকবি। নিশুনায়  
হবে নির্ধাৎ—কিন্তু উপায় কি।

পদ্মা। আর তুমি?

মধু। যা বলি তা শোন। কথা বলিস না। নিজে যদি বাঁচতে চাস,  
মোকে বাঁচতে দিতে চাস, কথা শোন। নয় তো ছ'জনে মরব।

অনিচ্ছুক পদ্মা কয়েক পা এগিয়ে গেছে, কাছে  
বন্দুকের আওয়াজ হল। মধু পড়ে গেল হুমড়ি খেয়ে।

পদ্মা আর্তনাদ করে বাঁগিয়ে পড়ল তার ওপর।

মধু। পালা! পালা! বেইজ্ঞ করবে তোকে—পালা।

পদ্মা। না। তোমার ফেলে পালাব না আমি।

মধু। তুই না থাকলেই বাঁচব পদ্বি। তুই থাকলে আরো মেয়ে কেলবে  
আমার। তুই কাছে না থাকলে মরার ভান করব—কিছু করবে না।  
যা—পালা শীগগির। মোকে যদি বাঁচাতে চাস, পালা।

## ভিটে মাটি

পদ্মা উঠে পালিয়ে যায়। পরক্ষণে অন্ন দূর থেকেই  
শোনা যেতে থাকে তার আকাশচেরা আর্ন্তনাদের পর  
আর্ন্তনাদ। তঠাৎ সে আর্ন্তনাদ থেমে যায়। মধু  
প্রাণপণে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করেও কিছুতে উঠতে  
পারে না, কেবলি পড়ে পড়ে যায়।

—স্বপ্নিকা—

